NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

৩ ট্যাংরা থেকে গ্রেপ্তার কুখ্যাত ভূমি মাফিয়া নৌশাদ

হুমায়ুনের কথার কোনও গুরুত্ব নেই: সৌগত রায় ৩

কলকাতা ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১৭৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.12.2025, Vol.19, Issue No. 176, 8 Pages, Price 3.00

বীরভূমের বাড়িতে ফিরলেন সোনালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: ৬ মাসের অপেক্ষার অবসান। বাংলাদেশে পুশব্যাক করা সোনালি ফিরলেন বীরভূমের বাড়িতে। শুক্রবার রাতেই মালদহ সীমান্ত দিয়ে সপুত্র দেশে ফিরেছিলেন তিনি। তার পর ভর্তি করা হয় মালদহ মেডিক্যালে। শনিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। সোনালি ও তাঁর ছেলে দেশে ফিরলেও এখনও বাংলাদেশে আটকে রয়েছেন ৪ জন। তার মধ্যে রয়েছে সোনালির স্বামী ও সুইটি বিবির পরিবার। তাঁদের কবে দেশে ফেরানো হবে সেই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাই কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল দেশে ফেরাতে হবে, সোনালি-সহ পুশব্যাক করা সবাইকে। কিন্তু তা হয়নি। তাঁদেরকেও দ্রুত ফেরানো হোক বলে দাবি তুলেছে পরিবার। সোনালির সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। তিনি জানান, বাকিদেরও খুব তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা হবে।

উল্লেখ্য, জুলাই মাসে দিল্লি

থেকে 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে পাকড়াও করেছিল পুলিশ। এদেশের নাগরিকত্বের বৈধ সব কাগজপত্র সঙ্গে থাকলেও তাঁদের 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' বলে দাগিয়ে ছ'জনকেই বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করা হয়েছিল। সোনালির নাবালক ছেলে-সহ তাঁদের গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশ পুলিশ। তারপর থেকে সেই দেশের জেলেই বন্দি ছিলেন তাঁরা। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। উচ্চ ও শীর্ষ আদালত সোনালিদের ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশের আদালতও মুক্তি দেয় সোনালিদের। তারপর শুক্রবার সোনালিকে দেশে ফেরাল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার বীরভূমের বাড়িতে এসে সোনালি বলেন, 'ফিরে এলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ।' শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সামিরুল ইসলামকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের জেলে থাকাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে অর্থ সাহায্যও করা হয়েছে বলে জানালেন অন্তঃসত্ত্বা সোনালি।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে খুন

■ **তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে খুন হলেন কাজল শেখ ঘনিষ্ঠ দলেরই বুথ সভাপতি। তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় জখম আরও চারজন। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নানুর থানার পাতিসাড়া গ্রামে। নিহতের নাম রাসবিহারী সর্দার (৫২)। তিনি নানুরের থুপসরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতিসাড়া গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি ছিলেন। অপর গোষ্ঠী অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ করিম খানের লোক বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার রাতে নানুরের বাসাপাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁদের উপর আক্রমণ হয় বলে দাবি কাজল গোষ্ঠীর। ঘটনাস্থলেই রাসবিহারী সর্দারকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও শাবল দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।**

সিরিজ জিতল যশস্বী ভারত

সাদা বলের ক্রিকেটে ফিরে দারুণ ছন্দে নিজেদের তুলে ধরল ভারত। বিশাখাপত্তনমে দক্ষিণ আফ্রিকার ২৭০ রান তাড়া করে ভারত ম্যাচ জিতে নিল ৯ উইকেটে, তাও ৬১ বল হাতে রেখে। সিরিজ পকেটে পুরলেন লোকেশ রাহুলরা। হাসলেন কোচ গৌতম গম্ভীরও। যশস্বী জয়সওয়ালের অপরাজিত শতরান (১১৬) এবং রোহিত (৭৫) ও বিরাটের অর্ধশতরানে (অপরাজিত ৬৫) ভর করে টেস্ট সিরিজে দুর্দশার পরে সাদা বলে ছন্দে ফিরল ভারত।

ব্রিগেডে আজ 'পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ, রবিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড সম্পন্ন হতে চলেছে এক বিশাল ধর্মীয় সমাবেশ। 'সনাতন সংস্কৃতি সংসদে'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হবে অভূতপূর্ব 'পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ', যা উদ্যোক্তাদের দাবি, বাংলায় তো বটেই, গোটা দেশের ইতিহাসে এই প্রথম।রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তাঁর উপস্থিত থাকার জোর সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছেন আয়োজকরা। আমন্ত্রণ গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও। তবে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন কি না, তা অনুষ্ঠান শুরুর আগে পর্যন্ত অনিশ্চিতই রয়ে গিয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি হলে প্রোটোকল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা রাখা রয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে থাকবেন গীতা মনীষী মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী জ্ঞানানন্দজি মহারাজ। প্রধান অতিথি হিসেবে থাকছেন পদ্মভূষণ সাধ্বী ঋতম্বরা। উপস্থিত থাকতে পারেন যোগগুরু বাবা রামদেব ও বাগেশ্বরধামের প্রধান ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীও।

বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের কয়েকজনেরও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বাংলাদেশ থেকেও প্রায় ১২৫ জন সাধু গীতাপাঠে অংশ নিতে এসেছেন। মঠ-মিশনের সন্ন্যাসী, বিভিন্ন আশ্রমের গুরুজন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি-সহ সাধারণ ভক্ত মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের সমবেত পাঠের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। তাঁদের কথায়, এদিনের অনুষ্ঠানে প্রবেশের জন্য কোনও ধরনের ফি লাগবে না। বিপুল জনসমাগমের বিষয়টি মাথায় রেখে কলকাতা পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে যাবতীয় সমন্বয় সম্পন্ন হয়েছে।

এই বিশাল ধর্মীয় আয়োজনে ইতিমধ্যেই ব্রিগেড চত্বরে প্রস্তুতি একেবারে শেষ পর্যায়ে। কয়েকদিন আগে এখানেই হয়েছিল ভূমিপূজন ও কলসযাত্রা। রবিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত চলবে গীতাপাঠের আসর। বিশাল ভিড় নিয়ন্ত্রণে তিনটি পৃথক মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্তিক মহারাজের কথায়, 'গীতা কেবল ধর্ম নয়;এ এক সর্বজনীন পথনির্দেশ। জীবনযুদ্ধে স্থিরতা, নৈতিকতা ও সাহস জোগায় গীতার শ্লোক। বাংলা বহুদিন ধরেই আধ্যাত্মিক চর্চার কেন্দ্র; এই আয়োজন সেই ঐতিহ্যকেই আরও সুদৃঢ় করবে।' উদ্যোক্তাদের দাবি; এদিনের সম্মিলিত পাঠ এক নতুন নজির গড়বে, আর বাংলার আধ্যাত্মিক পরিচিতিকে আরও সুসংহত করবে।

সংহতি দিবসে ঐক্যের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিছু রাজনৈতিক দল রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। তাদের বিরুদ্ধে চলবে লড়াই। সংহতি দিবসে এক্স হ্যান্ডেলে আরও একবার গর্জে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বার্তা দিলেন একতারও। শনিবার মমতা এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'বাংলার মাটি একতার মাটি। এই মাটি রবীন্দ্রনাথের মাটি, নজরুলের মাটি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মাটি- এই মাটি কখনো মাথা নত করেনি বিভেদের কাছে, আগামীদিনেও করবে না। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ; বাংলায় সকলে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে জানি। আনন্দ আমরা ভাগ করে নিই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যার যার, কিন্তু উৎসব সবার। যারা সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে দেশকে ধ্বংস করার খেলায় মেতেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। সকলে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন।' সংহতি দিবসের অনুষ্ঠানের পোস্টার শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একতার বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

পরে মেয়ো রোডের বিশাল সমাবেশে সেই ঐক্যের বার্তাই উচ্চারিত হয়। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, যা এদিনের কর্মসূচিকে আরও বহুমাত্রিক রূপ দেয়।সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ তুললেন, 'যাঁরা সংবিধানের শপথ নিয়ে ক্ষমতায় বসেন, তাঁরাই একতার ভিত্তিভূমিকে নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। এই মনোভাব বাংলার মানুষ কোনওদিন মেনে নেবে না।' তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিচিত্র সিদ্ধান্ত ও বিশেষ ছাড়ের রাজনীতি প্রশ্ন তোলে প্রশাসনিক ন্যায়বোধের ওপর। তাঁর দাবি, নির্বাচন ঘনিয়ে এলেই একাধিক রাজ্যে ভিন্ন নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা সংবিধানের সমানাধিকারের পরিপন্থী। চন্দ্রিমার অভিযোগ, এসআইআর সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি করে মানুষের চলাফেরার মৌলিক স্বাধীনতাকেই খর্ব করার চেষ্টা চলছে। তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, 'বাংলাকে ভয় দেখিয়ে বা অধিকার কেড়ে নিয়ে স্তব্ধ করা যাবে না। মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের যে কোনও প্রয়াসের বিরুদ্ধে রাজ্য সরব হবে।' মঞ্চ থেকে তৃণমূল সরাসরি বিজেপির দিকে তোপ দাগে। রাজ্যের শাসকদলের বক্তব্য, যেসব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে, সেখানে ভোটের আগে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে;এমন অভিযোগ গণতন্ত্রের জন্যই উদ্বেগজনক। তাঁদের কথায়, ভোটাধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার যে কোনও পদক্ষেপের বিরুদ্ধেই বাংলার প্রতিবাদ বজায় থাকবে।সভা শেষে দলীয় নেতারা সংহতি দিবসের মূল বার্তা ফের তুলে ধরেন। বলেন, ভারতের সংবিধানে সমতার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিক ও সরকারের দায়িত্ব। কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে দেওয়া হবে না, আর সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলার প্রতিবাদ আরও জোরদার হবে।

একদিনে রাজ্যে ৯ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি নতুন গ্রামীণ রাস্তার উদ্বোধনে রাজ্য

নজরে নির্বাচন, তৎপর সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের কাজ দ্রুত তার সঙ্গে করতে নতুন টেন্ডার পদ্ধতি তৈরি করল রাজ্য সরকার। এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অর্থ দপ্তর। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' এবং 'পথশ্রী' প্রকল্পের সুষ্ঠ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে tender.wb.gov.in এই নতুনই-টেন্ডারপ্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হল। প্রয়োজনে পুরনো টেন্ডারের পোর্টাল wbtenders ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে নতুনই- টেন্ডার পোর্টালটি শুধুমাত্রে ওই দু'টি প্রকল্পের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, গ্রামীণ এলাকার জন্য জেলাশাসকের অফিস, বিডিও অফিস, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এই নতুন ই-টেন্ডার পোর্টাল ব্যবহার করবে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার জন্য কেমডিএ, কলকাতা পুরসভা এবং রাজ্যের অন্যান্য শহরাঞ্চলগুলিতে সংশ্লিষ্ট পুরসভাও এই নতুন ই-টেন্ডার পোর্টাল

ব্যবহার করবে। 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের সঙ্গে অন্য কোনও সংস্থা যুক্ত থাকলে, তারাও এই নতুন পোর্টাল ব্যবহার করে কাজ করবে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'পথশ্রী' প্রকল্পকে সামনে রেখে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে বড়সড় প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, একদিনেই রাজ্যে ৯ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি নতুন গ্রামীণ রাস্তার উদ্বোধন করতে চলেছে রাজ্য। কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত এই বিশাল কর্মসূচির দিন নির্ধারণ হলেও, তার আগে জেলা প্রশাসনকে প্রস্তুতির জন্য একাধিক নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

শনিবার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানেই প্রতিটি জেলায় ব্লকভিত্তিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই দিন সংশ্লিষ্ট ব্লকে জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোথায় নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে, কত দূরত্বে নির্মাণ হয়েছে এবং কোন প্রকল্পের অর্থে হয়েছে; এসব জানাতে হোর্ডিং, ব্যানার, ফ্লেক্সের মাধ্যমে প্রচার চালাতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে।

হুমায়ুনের বাবরি-আহ্বানে বেলডাঙায় জনস্রোত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলডাঙা: হুমায়ুন কবীরের আহ্বানে শনিবার সকালেই বেলডাঙা-১ ব্লকের ছেতিয়ানি মরাদিঘিতে বাবরি মসজিদ সমর্থকদের ঢল কার্যত উপচে পড়ল। এদিন সকালের আলো ফুটতেই কয়েক হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হন। মাথায় ইট নিয়ে প্রস্তাবিত ভিত্তিপ্রস্তর মঞ্চে আসতে শুরু করেন বিভন্ন জেলা থেকে মানুষ। অনেকে মসজিদের শিলান্যাসের জন্য বাড়ি থেকে মাথায় বা ব্যাগে ইট বয়ে নিয়ে আসেন। যত বেলা গড়ায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের অংশ হুমায়ুন অনুগামীদের দখলে চলে আসে। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয় তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড হওয়া বিধায়কের ডাকে। তাঁর বাবরি-শিলান্যাসের জেরে থমকে যায় জাতীয় সড়ক। বেলডাঙায় কলকাতামুখী লেনে যানজটের কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। বেলা গড়ালে পরিস্থিতি পুলিশ-প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে

কিনা, তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছিলেন। কিন্তু বাবরি মসজিদের শিলান্যাস কার্যত নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে।

কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না-ঘটে, তার জন্য শুক্রবার রাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী এলাকার দখল নিয়েছিল। রাতে এলাকায় রুট মার্চ করে বাহিনী। শুক্রবার সন্ধ্যায় হরিহরপাড়া ও রেজিনগর থানার দুই ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হুমায়ুনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকও করেন। অন্য দিকে, শুক্রবার রাতে সার্কিট হাউসে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। হুমায়ুন ও এলাকার ইমাম, মোয়াজ্জেম, আলেমদের মসজিদ নির্মাণ কর্মসূচি থেকে সরিয়ে আনতেই সিদ্দিকুল্লাকে পাঠানো হয় বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। হুমায়ুনের নাম না করে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, 'ওঁর সঙ্গে দলের একটা দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল, যা আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে। এতে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে। দলের আগেই ভাবা উচিত ছিল। তা হলে এই পরিস্থিতি হত না। আমি আলেমদের বলব গা ভাসিয়ে দেবেন না। কেউ দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) করতে পারেন। কিন্তু আপনারা মুসলিম ধর্ম মেনেই কাজ করবেন।' যুবসমাজকেও না যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

কিন্তু রাত ফুরোতেই দেখা গেল কাজ হয়নি সিদ্দিকুল্লার কথায়। সকাল হতেই লোক আসতে শুরু করে। বেলা গড়াতেই সৌদি-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে ধর্মগুরুরা আসতে শুরু করেন। তবে কথা রাখেননি হুমায়ুন নিজে। তিনি কথা দিয়েছিলেন, বাবরি মসজিদের শিলান্যাস মঞ্চ থেকে কোনও রাজনৈতিক কথা হবে না। কাউকে আক্রমণ করা হবে না। অথচ এদিন শুরুতেই তিনি রাজ্যে সংখ্যালঘু বিধায়ক কমছে বলে বক্তব্য শুরু করেন। বলেন, 'রাজ্যে সংখ্যলঘু বিধায়ক ধীরে ধীরে কমছে। এটা আমাদের বুঝতে হবে।' জনৈক একজন বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য ৮০ কোটি টাকা দেবেন বলেও জানান তিনি।

জেলার রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের বক্তব্য, বাবরি মসজিদ নির্মাণের ডাক দিয়ে হুমায়ুন কবীর কার্যত এই জেলায় শাসক দলের ভিত নড়িয়ে দিয়েছেন। একজনের ডাকে এত মানুষের সমাগম মুর্শিদাবাদে হয়নি বলেই দাবি অনেকের। হুমায়ুন কবীর বলেন, 'এত মানুষের সমর্থন পাব আন্দাজ করিনি। বাবরি মসজিদ হবেই। কেউ আটকাতে পারবেনা।'

শনিবারও অব্যাহত যাত্রী দুর্ভোগ, ইন্ডিগো-বিভ্রাটে কঠোর কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: ইন্ডিগো সংস্থার একের পর এক বিমান বাতিল। শুক্রবারের পরে শনিবারও একই পরিস্থিতি দেশ জুড়ে। যাত্রীদের ভোগান্তি অব্যাহত। অবস্থা বুঝে ইচ্ছামতো ভাড়া আদায়ের অভিযোগ উঠেছে দেশের অন্য বিমান সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে কড়া পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। শনিবার ইন্ডিগো সংস্থাকে তারা নির্দেশ দিয়ে জানাল, রবিবার রাত ৮টার মধ্যেই বাতিল হওয়া বিমানের টিকিটের টাকা ফেরাতে হবে যাত্রীদের। অন্য সংস্থাগুলি যাতে ইচ্ছামতো ভাড়া নিতে না-পারে, সেই নিয়েও তৎপর কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। অতিমারির পর এই প্রথমবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত বিমানের ভাড়া বেঁধে দিয়েছে তারা। সূত্রের খবর, ইন্ডিগো সংস্থার সিইও পিটার এলবার্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর।দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কথা বলা হয়েছে। তিনি এর জন্য ১০ দিন সময় চেয়ে নিয়েছেন বলে খবর।

শনিবার দিল্লির বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা ধীরে ধীরে সচল হচ্ছে এবং স্বাভাবিক হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। বিমান যাত্রীদের অসুবিধা লাঘব করতে দেশ জুড়ে ৩৭টি ট্রেনে অতিরিক্ত ১১৬টি কামরা যুক্ত করেছে রেল। কী কারণে এই বিভ্রাট, তা অনুসন্ধান করতে ইতিমধ্যেই উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে দেশের উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। অন্য দিকে, কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কে রামমোহন নায়ডু রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েছেন, যাঁরা এই বিভ্রাটের জন্য দায়ী, তাঁদের মূল্য চোকাতে হবে।

শুক্রবার সারা দেশে ইন্ডিগো সংস্থার অন্তত এক হাজার বিমান বাতিল হয়েছে। শনিবার সেই সংখ্যাটা কমেছে। ইন্ডিগো সংস্থার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, শনিবার রাত পর্যন্ত ৮০০ থেকে ৮৫০টি বিমান বাতিল হয়েছে। বিপাকে পড়ে দিশাহারা অবস্থা যাত্রীদের। বিশেষত যাঁদের চিকিৎসা বা পড়াশোনার জন্য ভিন্‌রাজ্যেযাওয়ারকথা,তাঁদের অবস্থা শোচনীয়।পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েইচ্ছামতো ভাড়া হাঁকিয়েছে অন্যা বিমানসংস্থাগুলি।বাধ্যহয়ে কিছুযাত্রী দ্বিগুণ-তিন গুণ দামে সেই টিকিট কেটে পৌঁছেছেন গন্তব্যে। কেউ আবার গিয়েছেন ট্রেনে বা বাসে। সময়ে গন্তব্যে পৌঁছোতে পারেননি তাঁরা। যাত্রীদের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত ট্রেন চালাচ্ছে ভারতীয় রেল। তবে যাত্রীদের একাংশের অসন্তোষ, এত দেরিতে কেন করা হচ্ছে পদক্ষেপ।এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত যতগুলি বিমান বাতিল হয়েছে, সেগুলির টিকিটের টাকা রবিবার রাত ৮টার মধ্যে ফেরাতে হবে যাত্রীদের। এ জন্য যাত্রীদের যেন তাগাদা দিতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। যত দিন না পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হচ্ছে, তত দিন 'অটোমেটিক রিফান্ড' ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

মন্ত্রকের তরফে বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, যে যাত্রীরা এই বিভ্রাটের কারণে যাত্রার দিন বদলাতে বাধ্য হয়েছেন (রিশিডিউল), তাঁদের থেকে বাড়তি টাকা আদায় করতে পারবে না ইন্ডিগো সংস্থা। অনেক সময়েই যাত্রীরা মালপত্র ইন্ডিগো কর্মীদের কাছে জমা দিয়েছেন। তার পরে দেখা গিয়েছে, সেই বিমান বাতিল হয়েছে বা অনেক দেরিতে ছাড়ছে। এ সব ক্ষেত্রে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যাত্রীদের কাছে মাল ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রক।

কড়া পদক্ষেপ

■ **রবিবার রাত ৮টার মধ্যেই বাতিল হওয়া বিমানের টিকিটের টাকা ফেরাতে হবে যাত্রীদের।**

■ **যে যাত্রীরা যাত্রার দিন বদলাতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের থেকে টাকা আদায় করতে পারবে না ইন্ডিগো।**

■ **অন্য সংস্থাগুলি যাতে ইচ্ছামতো ভাড়া নিতে না-পারে, সেই নিয়েও তৎপর কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক।**

অতিমারির পর এই প্রথমবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত বিমানের ভাড়া বেঁধে দিয়েছে তারা।

অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কে রামমোহন নায়ডু রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েছেন, যাঁরা এই বিভ্রাটের জন্য দায়ী, তাঁদের মূল্য চোকাতে হবে।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলাভঙ্গ
একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর প্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলাভঙ্গ ও দুর্নীতির অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নজরে এসেছে, এসআইআরের প্রথম পর্যায়ে ওই এলাকার কয়েকজন আধিকারিক সরাসরি তাদের নির্দেশ অমান্য করে দায়িত্ববহির্ভূত ও অসদাচরণমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অভিযোগগুলি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তের কাছেও পৌঁছয়। সে কারণে রিপোর্ট খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে কমিশন।

কমিশনের এক আধিকারিক জানান, বারুইপুর পূর্বের ৯৪ নম্বর বুথে সব থেকে বড় অনিয়মের খবর মিলেছে। শাসক দলের স্থানীয় বুথ সভাপতি থাকা এক শিক্ষিকাকে প্রথমে বিএলও করা হয়েছিল। বিরোধী দল অভিযোগ তুললে তাঁকে বদলি করা হয় এবং ৪ নভেম্বর থেকে একই বুথে দায়িত্ব দেওয়া হয় এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে। কিন্তু এরপরই নির্বাচন কমিশনের নজরে আসে; ৪ নভেম্বর বদলি হওয়ার পরও আগের শিক্ষিকা গণনার একাধিক ফর্ম সংগ্রহ করেছেন এবং অনেক ফর্মেই রয়েছে তাঁর ২৫ নভেম্বরের স্বাক্ষর। ফলে স্বাভাবিকভাবেই চমকে ওঠেন কমিশনের কর্মকর্তারা। প্রশ্ন উঠেছে, ইসির স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে দায়িত্বচ্যুত ওই শিক্ষিকাই

ফর্ম সংগ্রহ করলেন এবং বিএলও-র কাজ চালিয়ে গেলেন?

নতুন নিযুক্ত বিএলও জানিয়েছিলেন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাই তাঁর আত্মীয়; যিনি পাশের ৯৬ নম্বর বুথের বিএলও তাঁকে ডিজিটাইজেশনে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেনি। কর্মকর্তারা এখন সেই সব ফর্ম খতিয়ে দেখছেন, যাতে যাচাই করা যায় কোনও গুরুতর অনিয়ম; যেমন প্রকৃত ভোটারের নামে জাল পরিচয় ব্যবহার, বা 'সন্তান' পরিচয়ে ভুয়ো নাম তোলা; ঘটেছে কি না।

কমিশন সূত্রে খবর, বারুইপুরের ইআরও, এসডিও এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসন থেকে আলাদা রিপোর্ট চাওয়া হবে। প্রাথমিক তদন্তের ফলাফল হাতে পাওয়ার পর দোষী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এমনকি অবহেলা ও অনিয়ম প্রমাণিত হলে গাফিলতির অভিযোগে এফআইআরও দায়ের করতে পারে নির্বাচন কমিশন।

দিনে-দুপুরে চলল গুলি, ব্যাপক উত্তেজনা ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: ভাঙড়ে তৃণমূল নেতাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল আইএসএফের বিরুদ্ধে। ভাঙড়ের উত্তর কাশীপুর থানার কাঠালিয়া সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

রবিবার শোনপুরে তৃণমূলের একটি ছাত্র যুব জনসভা রয়েছে। সূত্রের খবর, সেই উপলক্ষে ভোগালী দু'নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি আলিনুর মোল্লা-সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব কাঠালিয়া থেকে শোনপুর এলাকায় যাচ্ছিলেন। তখনই আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা জড়ো হয়ে তাদের দেখে গালিগালাজ করে। তখনই এক রাউন্ড গুলি চলে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। দুই শিবিরের মধ্যে কার্যত সংঘর্ষের আবহ তৈরি হয়। মুহূর্তেই খবর চলে যায় পুলিশের কাছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর কাশীপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুই শিবিরের কর্মীদেরই সরিয়ে দেওয়া হয়। আইএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও তারা সবটাই অস্বীকার করেছে। ঘটনার পর এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। এলাকায় টহল দিচ্ছে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ।

সংহতি দিবসে উত্তর কলকাতা তৃণমূল কংগ্রেস এসটি এসসি ওবিসি সেলের সভাপতি গোপাল চন্দ্র সাহার উদ্যোগে আয়োজিত হল পদযাত্রা। মেয়রোডের জনসভায় মানুষের ঢল।

সোনাগাছিতে ভোটার আতঙ্ক কাটাতে বিশেষ শিবির, উদ্যোগ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোনাগাছি এলাকার ভোটার নথি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা দূর করতে আগামী মঙ্গলবার সরাসরি শিবির করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এলাকার বহু যৌনকর্মী দীর্ঘদিন ঘরবাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় পূর্বপুরুষের পরিচয়পত্র বা এপিক নম্বর সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। এই বাস্তব সমস্যার কথা উল্লেখ করে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যৌনকর্মী ও তাঁদের সন্তানদের নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'দুর্বার'। তাদের আবেদনের পরই কমিশন সোনাগাছিতে বিশেষ শিবির আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ ডিসেম্বর ১৮ এবং ২৬ নম্বর ওয়ার্ড মিলিয়ে মোট তিনটি শিবির বসবে। উপস্থিত আধিকারিকরা প্রতিটি আবেদন খতিয়ে দেখে ভোটার নাম তোলার প্রক্রিয়ায় কোনও ত্রুটি রয়েছে কি না তা যাচাই করবেন। দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সভাপতি বিশাখা লস্কর জানান, অনেক যৌনকর্মীর নাম পুরনো ভোটার তালিকায় থাকলেও বহু নতুন বাসিন্দা এখনও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। ঘর ছেড়ে থাকা একজন মহিলার পক্ষে পারিবারিক নথি সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব; বলেই জানান তিনি। তাঁর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ায় এলাকার সমস্ত যৌনকর্মী এবং তাঁদের সন্তানদের নাম যেন ভোটার তালিকায় নিশ্চিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কংগ্রেস কর্মীদের সম্প্রীতি ও সংবিধান রক্ষার পদযাত্রা ধর্মতলা থেকে রাম মন্দির পর্যন্ত।

পরীক্ষার জন্য বিশেষ মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বিচার বিভাগীয় পরিষেবা প্রিলিমারি পরীক্ষার জন্য আজ নীল ও সবুজ লাইনে বিশেষ মেট্রো চলবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে সকাল ৮টা থেকেই দুই লাইনে পরিষেবা শুরু হবে, যা সাধারণত এক ঘণ্টা পরে শুরু হয়। নীল লাইনে আজ ১৩৬টি এবং সবুজ লাইনে ১১০টি ট্রেন চালানো হবে। সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত দুই করিডরেই প্রতি ২০ মিনিট

অন্তর ট্রেন পাওয়া যাবে। প্রথম ট্রেন দক্ষিণেশ্বর ও হাওড়া ময়দান থেকে ছাড়বে সকাল ৮টায়। শেষ ট্রেনের সময় অপরিবর্তিত থাকবে। হলুদ লাইনে স্বাভাবিক পরিষেবা মিললেও বেগুনি ও কমলা লাইনে আজ ট্রেন চলবে না।

বাবাসাহেব অম্বেদকরকে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্থপতি, একজন অতুলনীয় চিন্তাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবসে আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। শনিবার এক্স হ্যান্ডলে এ কথা লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ভারতের সংবিধান প্রণয়নে তাঁর অবদান অমর। আমরা আমাদের গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক, আমাদের সংবিধানে বর্ণিত তাঁর আদর্শ এবং নীতিগুলিকে রক্ষা এবং শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের গর্ব যে ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর বাংলা আইনসভা থেকে গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর এই অসাধারণ কাজের বিকাশে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জয় হিন্দ।

জনঐক্য ফাউন্ডেশন ও কল্যাণী রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এই কনকনে শীতেও সবাই পাক উষ্ণতার ছোঁয়া। সেই উদ্দেশ্যে নিয়ে শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ। হাওড়ার উনসানিতে এলাকার প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করল জনঐক্য ফাউন্ডেশন সহযোগিতায় কল্যাণী রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। এদিন প্রায় ৩০০ জন প্রান্তিক মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

গরিব মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে এই শীতে উষ্ণ ভালোবাসা বিতরণ কর্মসূচি বলে জানালেন উদ্যোক্তারা। এবার কড়া শীত পরার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তাই এইসময় যাতে এই প্রান্তিক মানুষ গুলো কষ্ট না পায় তার জন্য এই উদ্যোগ বলে জানালেন সুব্রত রায়। তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ।

ডিমের উৎপাদন রেকর্ড, কিন্তু খুচরো বাজারে দাম 'আগুনে'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ডিমের উৎপাদন নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পেলেও খুচরো বাজারে সেই বাড়তি সরবরাহের প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। সাধারণ ক্রেতাদের জন্য প্রতিটি ডিমের দাম টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে ৮ টাকা বা তারও বেশি, যা ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাইকারি বাজারে যেখানে ডিমের দাম ৬.৮০,৭ টাকা পর্যন্ত, সেখানে খুচরো দামের এই ব্যবধান ক্রেতাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করছে।

এই পরিস্থিতি সামলাতে শহরের বড়বাজার-সহ বিভিন্ন স্থানে বাজারে অভিযান চালিয়েছে টাস্ক ফোর্স। দোকানদারদের মূল্য তালিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং অতিরিক্ত দাম নেওয়া ধরা পড়লে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন ইতিমধ্যেই জেলাভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে। উৎপাদন কত, কোন বাজারে বিক্রির দাম কেমন, শীতের মরশুমে চাহিদা বাড়ার সঙ্গে দাম ওঠানামার স্বাভাবিকতা;সবকিছুই যাচাই করা হবে। অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, এই বছর ডিমের দাম বৃদ্ধির তীব্রতা স্বাভাবিক সীমার বাইরে।

প্রাণী সম্পদ দপ্তর ও বাজার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে। কোন জেলায় কত উৎপাদন হচ্ছে, কোন বাজারে দাম কত, মুরগির খাবারের খরচ কত বৃদ্ধি পেয়েছে; সব হিসেব সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হবে। প্রশাসনের সন্দেহ, সমস্যা শুধুমাত্র উৎপাদন খরচ নয়; পাইকারি ও খুচরো দামের বড় ফারাকও পরিস্থিতি জটিল

করছে। কেউ কি বাজারে জোগান কমিয়ে দাম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, তা যাচাই করা হচ্ছে। নবান্ন ইতিমধ্যেই নজরদারি বাড়িয়েছে।

অন্যদিকে খামারিদের দাবি, ডিমের দাম অস্থির হওয়ার পেছনে মূল কারণ ফিডের ক্রমবর্ধমান খরচ। ভুট্টা, সয়াবিন মিল, মাছি-ভুসি; সব উপাদানের দাম সাম্প্রতিক কয়েক মাসে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের হিসেব অনুযায়ী, উৎপাদন খরচ অন্তত ২০,৩০ শতাংশ বেড়েছে। ফলে উৎপাদন বাড়লেও খরচের চাপ খুচরো বাজারে উচ্চমূল্য হিসেবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

বেলডাঙায় 'বাবরি' মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন লোক ভবনে হেল্প ডেস্ক চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবারের বেলডাঙায় ৬ ডিসেম্বর শনিবার ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর 'বাবরি' মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এই কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে জনমনে অশান্তির আশঙ্কা থাকায় রাজভবন, যা বর্তমানে 'লোক ভবন' নামে পরিচিত, বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সাধারণ নাগরিকদের সহায়তার জন্য 'অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেল' নামে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে।

রাজভবনের তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এই সেলের তত্ত্বাবধান করবেন। এর মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন আইএএস কর্মকর্তা ও চিফ অফ স্টাফ এস কে পট্টনায়ক, সিনিয়র অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি সন্দীপ সিংহ রাজপুত এবং অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি সুরেশ বৈদিয়ান। রাজ্যপাল নিজেও সেলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। এক পদাধিকারী জানান, লোক ভবনের অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যেকোনও সময় ফোন বা ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারবেন। হুমকি, উস্কানিমূলক বক্তব্য বা অশান্তি সৃষ্টির যে কোনও ঘটনা সরাসরি জানাতে পারবেন। রাজ্যপাল সমগ্র পরিস্থিতি নজরদারিতে রাখবেন।

রাজ্যপাল সকলের কাছে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন এবং গুজব বা উসকানিমূলক মন্তব্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও, রাজ্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হয় এবং রাজ্যের কোথাও অশান্তি ছড়িয়ে না পড়ে। 'অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেল' সবসময় খোলা থাকবে। সাধারণ মানুষ ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে যে কোনও সময় যোগাযোগ করতে পারবেন।

ফোন ০৩৩--২২০০১৬৪১ ও লোক ভবন আধিকারিকদের ফোন নম্বর ৯৭১৭৭৭৩১৩৪, ৯৯৯৫২৫১১৫৫, ৯৪৮০৮১৩৮৯৯।

রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেছেন, রাজ্যের মানুষ শান্ত ও সচেতন থাকবেন এবং কোনো উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দেবেন না। তিনি আস্থা প্রকাশ করেছেন যে, রাজ্য সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/১২/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৯০ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhakar Patra S/o. Kartick Patra (old name), R/o. Ranagachha, Sugandhya, Polba, Hooghly-712102, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Subhakar Patra S/o. Kartick Patra নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Subhankar Patra S/o. Kartik Patra নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Subhakar Patra S/o. Kartick Patra & Subhankar Patra S/o. Kartik Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I Rahidul Molla, S/o - Masiyar Rahaman Molla, residing at Vill & P.O. Alaipur, P.S. Chakdaha, Dist. Nadia, W.B., Pin- 741245. That my father Masiyar Rahaman Molla, Rahaman Masiyar Molla & Masiar Mollah is the same & one identical person vide affidavit Ld A.C.J.M. 1st Class Kalyani Nadia W.B. Dated 03/12/2025.

AFFIDAVIT

I **Gahnabi Mahato** w/o late Doman Chandra Mahato r/o Vill - Bhalkisole, P.O.- Barida P.S.- Keshiary, Dist- Paschim Medinipur do hereby solemnly affirm and declare that Gahnabi Mahato and Jahnabi Mahata is one same and identical person i.e myself and Doman Chandra Mahato, Daman Mahata and Daman Mahato is one same and identical person i.e my deceased husband vide affidavit no 14563 dated 04.12.25 in the Court of the Ld. J.M 1st class at Kharagpur.

কর্মখালি

সরাসরি কোম্পানির জন্য অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ পুরুষ এবং মহিলা সিকিউরিটি সুপারভাইজার, সিকিউরিটি গার্ড এবং হাউসকিপিং সুপারভাইজার এবং হাউস কিপার প্রয়োজন।

যোগাযোগ করুন

Call + 91 334525 3815/ 7059639075,

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে ১। **গনেশ নায়েক, ২। বিশ্বনাথ নায়েক, ৩। রন্টু নায়েক, ৪। আল্পনা সর্দার, ৫। কল্পনা নায়েক, ৬। তিলকা কাঁঠালী, ৭। উর্মিলা পাত্র,** সকলের পিতা মৃত অনাদি নায়েক, ৮। **শ্রীমত্যা প্রতিমা নায়েক, ৯। শ্রী পিরু নায়েক, ১০। শ্রী বিকাশ নায়েক,** ৮ নং এর স্বামী, ৯ ও ১০ নং এর পিতা মৃত অপূর্ব নায়েক, ৩ নং এর সাকিম - কোলা, মগরা, হুগলী, ৪ নং এর সাকিম- বাহিরনগর ধুলিয়ারা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী, ১,২,৫,৮,৯ ও ১০ নং এর সাকিম- পুরুষোত্তমপুর, মগরা, হুগলী, ৬ নং এর সাকিম - পূর্বপাড়া, রাধানগর, পান্ডুয়া, হুগলী, উহাদের নিকট হইতে বিগত ইং ২৮/০৪/২০২৩ তারিখে A.D.S.R চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I নং বহির, ৩৭৭১ নং আমমোক্তারনামা দলিলের বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার হন **গনেশ চন্দ্র পাল,** পিতা – কালাচাঁদ পাল তাহার পর তিনি আমার মক্কেল বুদ্ধদেব দে, পিতা শিশির দে, সাকিম- বি. পি. আর. পার কোলা, মগরা, হুগলী, এর কাছে বিগত ইং ১৫/০৩/২০২৪ তারিখে A.D.S.R চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I নং বহির, ৩১৫০ নং দলিল মূলে ১ কাঠা ২ ছটাক ২২ বর্গফুট জমির বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তির তপশীল জেলা – হুগলী, থানা –মগরা, মৌজা – পুরুষোত্তমপুর, J.L No. ১৯, L.R দাগ নং –৫৭৩, খতিয়ান নং- ১১, আমার মক্কেলগণ ক্রয়করা উক্ত সম্পত্তি মালিক ও দখলীকার হইয়া চুঁচুড়া-মগরা ব্লক -এর বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে নিজ নামে মিউটেশনের আবেদন করিয়াছে কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ৭ দিনের মধ্যে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the Ld. District Midnapur, Dist- Paschim Medinipur, Ref: J.Misc. Case No.52/2022

শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জীউ ঠাকুরের পক্ষে সেবাইত শ্রী নারায়ন চন্দ্র অধিকারী ......দরখাস্তকারী

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার অর্ন্তগত মালিগ্রাম গ্রামের অধিবাসী সর্ব সাধারনকে অবগত করানো যায় যে, উক্ত সাকিনের স্থায়ী বাসিন্দা অধুনা শ্রী নারায়ন চন্দ্র অধিকারী, পিতা- ৺গোষ্টবিহারী অধিকারী, নিবাস- মালিগ্রাম, পোষ্ট- মালিগ্রাম, থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জীউ ঠাকুরের পক্ষে সেবাইত, মন্দির সংস্কার করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজনে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আবশ্যক হওয়ায় তাহা জেলা জর্জ-এর অনুমতি লইবার জন্য উপরোক্ত J.Misc. Caseটি যাহার J.Misc. Case No.52/2022 দাখিল করিয়াছে, যাহার আগামী ইংরেজী 28.01.26 তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য রহিয়াছে। এতদ বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কিংবা পরবর্তী ধার্য্য দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা কোনো ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমায় আইনানুগভাবে নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- পিংলা, মৌজা- মালিগ্রাম, জে. এল নং- ১৯৯, খতিয়ান নং-১৯৬৩, দাগ নং- ৩৯৬৫, কালা ২৫ ডেসিমল।

অনুমত্যানুসারে
Sd/- Bibhas Mondal
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট জর্জ আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Paschim Medinipur
Probate Case No. 22/2025
Sabuj Ghorai ..... Petitioner

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, H-11/1, শরৎ পল্লী, মেদিনীপুর শহর, পোঃ-মেদিনীপুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর সাকিনে বসবাসকারী **প্রনতি সেনশর্মা,** স্বামী-৺নিতাই চরন ঘোড়ই তাঁহার জীবদ্দশায় তাহার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার নিম্ন তপশীল বর্ণিত বাস্তুভূমি ও তদউপরিস্থিত দ্বিতল পাকা গৃহ সম্পর্কে গত ১৯.০২.২০২১ তারিখে সম্পাদিত এবং ২৩.০২.২০২১ তারিখে ADSR, Sadar, Paschim Medinipur অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত যে উইল করিয়াছেন তাহার প্রবেট লইবার জন্য দরখাস্তকারী অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানী হইবে। অত্র মোকদ্দমার ধার্য্য তারিখ ২২.০১.২৬।

Schedule: Dist. Paschim Medinipur, Mouza-Narampur under Medinipur Municipality, J.L. No. 174, R.S. Khatian No. -1/34, R.S. Plot No. 15, L.R. Plot No. - 938 under L.R. Khatian No. 717, Area 36 ft. x 34 ft.- 1224 sq. ft. i.e. 0.0280 acre (zero point zero two eight zero acre) in the northern side of the plot and a two storied pucca house thereon having House No. -H-11/1 at Saratpally, Midnapore Town.

আদেশানুসারে
Barun Kr Santra (সেরেস্তাদার)
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর, 02/12/25

বিজ্ঞপ্তি

In the court of Dist. Judge Paschim Medinipur
J. Misc Case No.- 32 / 2023.
শ্রী শ্রী লক্ষী জর্নাদন জীউ ঠাকুরের পক্ষে শ্রী দেবাশীষ বোস দীং ....দরখাস্তকারীগন
বনাম
বাকলসা রামনারায়ন গ্রামের হিন্দু সাধারন .....প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে **বাকলসা রাম নারায়ন গ্রামের শ্রী শ্রী লক্ষীজনার্দন জীউ ঠাকুরের** তপশীল সম্পত্তি ও ঠাকুর জীউর পূজা পাঠ ও ঠাকুর জীউর সম্পত্তি ও দেবত্তর সম্পত্তির পরিচালনা ও রক্ষনা বেক্ষন করিবার নিমিত্ত সেবাইত নিয়োগের জন্য আবেদন করিয়াছেন তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হুজুরাদলতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরনঃ-

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা- বাকলসা রামনারায়ন, জে.এল. নং - ১৬২, খতিয়ান নং - ১৯৬/১, দাগ নং- ৬৫৯ জমির শ্রেনী- ডোবা, জমির পরিমান - ০.১৬ শতক এবং দাগ নং - ৬৬০, জমির শ্রেনী-জল, জমির পরিমান- ০.৮৪ শতক, দাগনং- ৬৬১, জমির শ্রেনী- বাস্তু, জমির পরিমান - ১.৪১ শতক, দাগ নং - ৬৬৩, জমির শ্রেনী - কালা,জমির পরিমান- ০.০৬ শতক, দাগ নং - ৬৬৫, জমির শ্রেনী- খামার, জমির পরিমান- ০.২৭ শতক, দাগ নং - ৬৬৫,জমির শ্রেনী -খামার, জমির পরিমান- ০.২৭ শতক দাগ নং - ৬৬৭, জমির শ্রেনী - ডোবা, জমির পরিমান -০.১২ শতক,দাগ নং - ৬৬৮, জমির শ্রেনী- কালা, জমির পরিমান- ০.৪৬ শতক, দাগ নং - ৬৬৯,জমির শ্রেনী- কালা, জমির পরিমান - ০.২৯ শতক, দাগ নং - ৬৭০,জমির শ্রেনী- বাঁশবাগান, জমির পরিমান- ০.১৭ শতক, দাগ নং- ৬৯১, জমির শ্রেনী- কালা, জমির পরিমান - ০.০৭ শতক, **মোট বারোটি দাগে মোট সম্পত্তি-৩.৯৫ শতক।**

আদেশানুসারে
Bibhas Mondal (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর, 28/11/2025

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ ই ডিসেম্বর। ২০ শে অগ্রহায়ণ। রবি বার। তৃতীয়া তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশত্তরী রাহু মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, রবিবার

মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ শুভেন্দুর

■ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ তুলে ফের সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার উত্তর কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত পদযাত্রাতে অংশগ্রহণ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, রাজ্যে ধর্মীয় আচার পালনের অধিকার বারবার খর্ব করা হচ্ছে, আর সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু সংস্কৃতিকে আঘাত করছে। শনিবার ফের শুভেন্দুর অভিযোগ; মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মনপসন্দে চলছে। তাঁর কথায়, সরকারি নির্দেশে এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে সরস্বতী পুজোর মতো ঐতিহ্যবাহী আয়োজনে পর্যন্ত বাধা আসছে। তিনি বলেন, যদি মুখ্যমন্ত্রী সত্যিই নিরপেক্ষ থাকতেন, তা হলে কলেজ-বিদ্যালয়ে পুজো আটকানোর মতো ঘটনা ঘটত না। বিরোধী নেতার দাবি, যে সমস্ত ধর্মীয় কর্মসূচি আদালতের নির্দেশ সাপেক্ষে আয়োজিত হতে পারত, সেগুলোকেও ইচ্ছে করে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর ভাষ্য, প্রশাসন পুলিশি রাশ টেনে হিন্দু সমাজকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। আইন-শৃঙ্খলার অজুহাতে ধর্মাচরণের সুযোগ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাঁর মতে, বাংলা এখন এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যেখানে ঐতিহ্য, সংস্কার ও জাতিগত অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে। শুভেন্দুর কড়া সুর; এ রাজ্যের মানুষকে ভয় দেখিয়ে থামানো যাবে না। হাজার মানুষ রাস্তায় নামবে, দরকার হলে আদালতের দ্বারও খোলা থাকবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য প্রশাসনের সমালোচনায় শুভেন্দু আরও দাবি করেন, সনাতনী মূল্যবোধকে হেয় করা হচ্ছে ভোটব্যাংকের রাজনীতির কারণে।

বাদ পড়বে ৫৫ লক্ষ নাম

■ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রায় ৫৫ লক্ষ নাগরিকের নাম আপাতত বাদ পড়তে পারে, শনিবার দুপুর পর্যন্ত এমনই প্রাথমিক পরিসংখ্যান জানাল নির্বাচন কমিশন। এখনও তালিকা সম্পূর্ণ চূড়ান্ত হয়নি, তবে যে সংখ্যাগুলি সামনে এসেছে, তা সম্ভাব্য বাদ পড়া ভোটারদের মোট চিত্রই স্পষ্ট করছে। কমিশনের অস্থায়ী হিসাবে যা পাওয়া গেছে; যোগাযোগ করা যায়নি এমন আবেদনকারীর সংখ্যা ৫৫,৩১,৪২৩। মৃত ভোটারের নাম ২৩,৮১,৪৯১। অন্যত্র স্থানান্তরিত নাগরিক ১৯,৩১,৩৮৪। ডুপ্লিকেট হিসেবে চিহ্নিত ১,২৮, ৪৯৯। অন্যান্য কারণে বাদ ৪৪,৭৫১। সব মিলিয়ে মোট ৫৪, ৮৬,৬৭২ জনের নাম ১৬ তারিখের খসড়া তালিকায় নাও থাকতে পারে বলে কমিশনের প্রাথমিক অনুমান। কমিশন সূত্রের বক্তব্য, এই হিসাব এখনও পুরোপুরি স্থায়ী নয়। কারণ খসড়া তালিকার সময়সীমা বাড়ানো হওয়ায় আরও সংশোধন, যাচাই এবং আপডেটের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও মৃত, ডুপ্লিকেট বা স্থানান্তরিত ভোটারের সংখ্যায় বড়সড় পরিবর্তনের সুযোগ খুবই কম। বরং ‘নিখোঁজ’ হিসাবে নথিভুক্ত ব্যক্তিদের সন্ধান মিললে সেই অংশের পরিসংখ্যান কিছুটা কমতে পারে। শেষ মুহূর্তের সংশোধন এবং আপডেট যুক্ত হলে মোট সংখ্যা কিছুটা হেরফের হতে পারে। তবে আপাতত কমিশনের হিসাব বলছে; লক্ষাধিক নাম এবার খসড়া তালিকার বাইরে থাকছে।

একেনবাবুর গাড়িতে ধাক্কা

■ টালিগঞ্জ ব্রিজের নিচে অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ালেন টলিপাড়ার একেনবাবু খ্যাত অভিনেতা অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তী। শনিবার সকালে চারুমার্কেট থেকে রাসবিহারীর দিকে যাওয়ার পথে তাঁর গাড়িতে ধাক্কা দেয় একটি বাস। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় সামনের কাচ। খবর ছড়াতেই ‘একেনবাবু’-র ভক্তদের মধ্যে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে উদ্বেগ। তবে অনির্বাণ নিজেই আশ্বস্ত করেছেন সবাইকে। সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমি ঠিক আছি। গাড়ির চালকও সুস্থ আছেন। তবে গাড়ির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। অভিনেতা অনির্বাণ জানান, টালিগঞ্জ ব্রিজের নিচে আচমকা একটি গাড়ি চলে আসে সামনে।

জমি দখল-খুন সহ একাধিক অভিযোগ

ট্যাংরা থেকে গ্রেপ্তার কুখ্যাত ভূমি মাফিয়া নৌশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ট্যাংরার আকাশে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। ব্যস্ত রাস্তার ভিড় ধীরে ধীরে কমছে, দোকানের শাটার নামছে একে একে। ঠিক সেই সময় নিঃশব্দে এগিয়ে আসে পুলিশের গাড়ি। ভেতরে বিহার এসটিএফ ও কলকাতা পুলিশের বিশেষ দল। তাদের লক্ষ্য একটাই, বছরের পর বছর আইনকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়ানো এক কুখ্যাত ভূমি মাফিয়া, নৌশাদ মালিককে পাকড়াও করা। নৌশাদ মালিকের নাম শুনলেই পাটনার ফুলওয়ারি শরিফের মানুষজন আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। জমি দখল, তোলাবাজি থেকে খুন সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর

নাম। দিনের আলোয় আনোয়ার আলমকে হত্যা করার পর থেকে সে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ২০২৪ সালের জুনে বজরঙ্গবলি কলোনিতে প্রকাশ্যে গুলি চালানোর পর পুলিশ তাঁর পিছু নেয়, কিন্তু নৌশাদ তখনই অদৃশ্য হয়ে যায়। কেউ বলে সে গোয়ায় লুকিয়েছে, কেউ বলে কলকাতার কোন ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিয়েছে। এরই মধ্যে পুলিশের কাছে খবর আসে, সে সত্যিই ট্যাংরার এক আবাসনে রয়েছে। আর সেই খবরই বদলে দেয় রাতের চিত্রনাট্য।

অভিযান শুরু হয় নিঃশব্দে। ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আতঙ্কিত নৌশাদ। চোখে-মুখে বিস্ময়, যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না এতদিনের লুকোচুরি শেষ হয়ে এসেছে। পুলিশ তাকে ঘিরে ফেলে মুহূর্তেই। হাতকড়া পরানো হয়, আর সেই সঙ্গে শেষ হয় তাঁর পালিয়ে থাকার অধ্যায়। শহরের আলো ঝলমলে রাতের ভেতর দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় লালবাজারে। এরপর ট্রানজিট রিমান্ডে পাটনার পথে রওনা হওয়ার পথে সে।

লেট রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ পরীক্ষার্থী পিছু ৫ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পড়ুয়া পিছু ফাইন ৫০০০ টাকা, এমনই নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। এক বছরের বেশি সময় সীমা পেরিয়ে গেলেও মাধ্যমিকের একাধিক পড়ুয়ার রেজিস্ট্রেশন করেনি কয়েকটি স্কুল। এরকম ৫৩টি স্কুলকে চিহ্নিত করেছে পর্ষদ। সূত্রের খবর, এই স্কুলগুলির প্রায় ১৫০ জনেরও বেশি পড়ুয়ার এক বছরের বেশি সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি।

এদিকে আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা। জানা গিয়েছে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হলেও রেজিস্ট্রেশন করানো হয়নি সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির তরফে। তারপরেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এই কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই পর্ষদ সূত্রে খবর। বারবার স্কুলগুলিকে আবেদন ও সতর্কবার্তা দেওয়ার পরেও নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন না করানোয় এবার স্কুলগুলিকেই রেজিস্ট্রেশন করাতে পড়ুয়া পিছু পাঁচ হাজার টাকা করে ফাইন দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে। একইসঙ্গে ওই ৫৩ টি স্কুলকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে নেওয়া যাবে না। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে গতবারের হাইকোর্টের নির্দেশকেও সামনে এনেছে পর্ষদ।

পর্ষদের দাবি, একাধিক স্কুলের তরফে দেরিতে রেজিস্ট্রেশন করানো হলেও বিনা জরিমানাতেই সংশ্লিষ্ট স্কুলের পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে পর্ষদ। তবে এবার খুব স্পষ্টভাবে একটি টাইমলাইন দেওয়ার পরেও কেন ৫৩টি স্কুল সময়মাফিক রেজিস্ট্রেশন করালো না তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, যদিও এই বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ব্যারাকপুর আদালত ভবন পরিদর্শন করলেন হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার চিড়িয়া মোড় সংলগ্ন ব্যারাকপুর আদালত ভবনের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তথা জোনাল জজ উত্তর ২৪ পরগনার রাজশেখর মান্থা। এদিন আদালতের নতুন ও পুরাতন ভবন পরিদর্শনের পাশাপাশি তিনি ব্যারাকপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। সদর বাজারে আদালতের পুরাতন ভবন পরিদর্শনের পাশাপাশি জোনাল জজ ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিইও জ্যোতি কাপুরের সঙ্গে আলোচনা করেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা বলেন, ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। এখানে পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। তবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৫০ বছর আগের অবধি ভাবা হচ্ছে। অপরদিকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিইও জ্যোতি কাপুর বলেন, আলোচনা খুব ফলপ্রসূ হয়েছে। আশা করছি, ব্যারাকপুর আদালত নিয়ে বড়সড় পরিকল্পনা নেওয়া হবে। ব্যারাকপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত রায় জানান, হাইকোর্টের বিচারপতি তথা জোনাল জজ উত্তর ২৪ পরগনা রাজশেখর মান্থা এদিন আদালত পরিদর্শনে এসেছিলেন। ব্যারাকপুরের সমস্ত দাবি-দাওয়া ওনার কাছে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, ব্যারাকপুর মহকুমায় এখনও পর্যন্ত সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন কোর্ট নেই। কিন্তু এখানে পরিকাঠামো রয়েছে। এজলাস ও চেম্বার প্রস্তুত আছে। অবিলম্বে সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন কোর্ট ব্যারাকপুরে স্থানান্তরিত করা হোক।

তাছাড়া দুটো জেএম কোর্টের অনুমোদন হয়েছে। সেটাও এখনও মেলেনি। তাঁর অভিযোগ, ব্যারাকপুর আদালতে এই মুহূর্তে যা পরিকাঠামো, তাতে আইনজীবীদের উপযুক্ত বসার জায়গা নেই। তবে তিনি আশাবাদী, আগামীদিনে শুধু আইনজীবীদের সমস্যা নয়, বিচার প্রার্থীদের সমস্যাও দূর হবে বার অ্যাসোসিয়েশন, হাইকোর্ট এবং ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের সহযোগিতায়।

মহেশতলায় নয়দিন ধরে নিখোঁজ মূক ও বধির যুবতী, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মহেশতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের চক কৃষ্ণনগর ধারা পাড়ায় নিজের বাড়ি থেকে ৯ দিন ধরে নিখোঁজ মূক ও বধির যুবতী। ২০ বছর বয়সি নাসরিন খাতুন খুব ছোটবেলায় বাবা-মা মারা যাওয়ায় ঠাকুমার কাছেই মানুষ। নিজেদের বাড়িতে নাসরিন ছাড়াও তার ঠাকুমা এবং তার ছোট কাকা থাকতেন। ঠাকুমার দর্জির কাজের সামান্য আয়ের ওপরই নির্ভর করে চলত তাদের সংসার। কারণ ছোট কাকা, সেও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। নাসরিনের মেজ কাকা অন্যত্র বাড়ি করে থাকে। নাসরিনের পরিজন এবং ঠাকুমার দাবি নাসরিন কথা বলতে না পারলেও শুনতে এবং বুঝতে পারত। তাছাড়াও সে খুব ধীরে ধীরে হাঁটাচলা করত। বেশ কিছুদিন খোঁজাখুঁজির পর এই মর্মে ৩০ শে নভেম্বর মহেশতলা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। পরিবারের দাবি ন'দিন ধরে নিখোঁজ তাদের মেয়ের কোনও প্রকার সন্ধান দিতে পারেনি

তদন্তকারী আধিকারিকরা। পরিবারের এও দাবি পুলিশ জানিয়েছে আশেপাশের সমস্ত থানাতেই নাসরিনের ছবি পাঠানো হয়েছে, সন্ধান পেলেই জানানো হবে। পুলিশের পক্ষে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাসরিনের খোঁজ নেওয়া সম্ভব নয়। নাসরিনের এক আত্মীয়ার দাবি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে নাসরিন কিডন্যাপ হলেও হতে পারে। সম্ভাব্য সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই তদন্ত নেমেছে মহেশতলা থানার পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজও।

গাছ পরিচর্যায় কলকাতা পুরসভার নয়া উদ্যোগ ট্রি অ্যাম্বুল্যান্স

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের সবুজ রক্ষায় কলকাতা পুরসভার নয়া উদ্যোগ ‘ট্রি অ্যাম্বুল্যান্স’। গাছের পরিচর্যা, সুরক্ষা এবং জরুরি চিকিৎসার জন্য বিশেষ পরিষেবা হিসেবে এই অ্যাম্বুলেন্স চালু করা হয়েছে। শুক্রবার নজরুল মঞ্চের সামনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এর উদ্বোধন করেন পুরসভার উদ্যান বিভাগের মেয়র পারিষদ ও রাসবিহারীর তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমার।

এই ‘ট্রি অ্যাম্বুল্যান্স’-এর লক্ষ্য শহরের বিভিন্ন এলাকায় গাছ ভেঙে পড়া, হেলে যাওয়া বা রোগগ্রস্ত গাছের দ্রুত চিকিৎসা করা। আর সেই কারণে এই অ্যাম্বুল্যান্সে থাকবে সার, মাটি, প্রুনিং টুলস, সাপোর্টিং স্ট্যান্ড ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। শুধু তাই নয়, সঙ্গে থাকবেন উদ্ভিদবিদ, পুরসভার কর্মী ও বিশেষজ্ঞ দলও।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, দেবাশিস কুমার তাঁর বিধায়ক তহবিল থেকে ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। এদিকে বিধায়কের দাবি, ভারতে মাত্র তিনটি ট্রি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে, এবং পূর্ব ভারতে এটি একমাত্র কলকাতাতেই চালু হল। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই শহরের শতাধিক রোগাক্রান্ত গাছ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম দফায় সেই গাছগুলির পরিচর্যায় নামবে ট্রি অ্যাম্বুল্যান্স। উদ্যোগটি সফল হলে ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি ট্রি অ্যাম্বুল্যান্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সায়েন্স সিটি গ্রাউন্ডে শুরু হল ২৪ তম ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ার ২০২৫, উদ্বোধন করলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার-সহ অন্যান্যরা। মেলাটি চলবে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

হুমায়ুনের কথার কোনও গুরুত্ব নেই: সৌগত রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিতর্ক উড়িয়ে শনিবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করলেন তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে হুমায়ুন কবীরের জোরালো দাবি, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই বাবরি মসজিদ বেলডাঙায় গড়ে উঠবেই। যদিও দলের সাসপেন্ডেড বিধায়কের হুঙ্কারকে পাত্তা দিতে নারাজ শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা। এদিন পানিহাটিতে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের উদ্বোধনে এসে হুমায়ুন প্রসঙ্গে দমদমের সাংসদ সৌগত রায় বলেন, ওঁনার কথার কোনও গুরুত্ব নেই। ওঁনাকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অপরদিকে স্কুল উদ্বোধনে এসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন প্রসঙ্গে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী

ব্রাত্য বসু দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সেক্যুলার নেতা গোটা দেশে নেই। যিনি হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, আদিবাসী, মতুয়া-সহ সমস্ত ধর্মের জন্য গত ১৫ বছর ধরে বাংলায় তাদের উন্নতি কল্পের জন্য যা যা করেছেন, সেটা গোটা দেশ জানে। তাঁর কটাক্ষ, ঘনঘন দল বদলানো নেতা মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কি বলছেন, সেটা শুনে মানুষ কেন, ঘোড়াও হাসবে।

উত্তুরে হাওয়ার দাপটে মহানগরের তাপমাত্রা নামল ১৪ ডিগ্রিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এ রাজ্যে আপাতত আবহাওয়ার কোনও ‘সিস্টেম’ নেই। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। পূর্ব বাংলাদেশ ও সংলগ্ন অসমের উপর ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের উপর এই মুহূর্তে আর তেমন কোনও নিম্নচাপ অঞ্চল নেই। ফলে উত্তুরে হাওয়ার পথেও কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিনে শীত আরও বাড়বে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গে আরও অন্তত দু'ডিগ্রি কমতে পারে রাতের তাপমাত্রা। তবে উত্তরবঙ্গে আপাতত তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না। সর্বত্র শুকনো আবহাওয়া থাকবে। কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। পাশাপাশি অবাধে বইছে পশ্চিমের শীতল হাওয়া। তার জেরে এখন রাজ্যজুড়েই শীতের আমেজ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে

খবর, আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। এদিকে তাপমাত্রা অনেকটাই নেমেছে। আগামী ৪-৫ দিনে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। উইকেন্ডে জমিয়ে শীতের আমেজ থাকবে। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাতে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা রয়েছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা কমে ১০ থেকে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সকালে শিশির এবং কুয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে। দৃশ্যমানতা দু-এক জায়গায় ২০০ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে। উপকূলের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতায় শনিবার এক ধাক্কায় তিন ডিগ্রি নেমে যায় তাপমাত্রা। শুক্রবার যেখানে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেখানে শনিবার একেবারে তা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি কম। শুক্রবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে কম ছিল। দিনের তাপমাত্রা ২৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ওঠেনি। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪০ থেকে ৮৩ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ১৫ ডিগ্রি থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

পরবর্তী কয়েকদিনে তাপমাত্রা এরকমই থাকবে। মূলত পরিষ্কার আকাশ। সকালে হালকা কুয়াশা থাকবে। পরে পরিষ্কার আকাশ। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সকাল-সন্ধ্যা শীতের আমেজ বেড়েছে স্বাভাবিকভাবেই। রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকবে।

পাহাড়ের ‘রানি’ কমলা এবার কলকাতায়, সুফল বাংলায় বিক্রি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দার্জিলিংয়ের খ্যাতনামা ‘রানি’ ম্যান্ডারিন কমলা, যা সম্প্রতি জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে, শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ি এনজেপি রেলস্টেশন থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। ট্রেনে চড়ে ৪২৪ কেজি কমলা পৌঁছেছে, যা শনিবার থেকেই কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের সুফল বাংলা স্টলে পাওয়া যাবে।

কলকাতায় প্রতি পিস কমলার দাম রাখা হয়েছে ১৫ টাকা ৪৪ পয়সা, আর শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এটি বিক্রি হবে ১২ টাকায়। উদ্যানপালন ও কৃষি বিপণন দপ্তর জানাচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও কিছু কমলা সংগ্রহ করে শহরে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

জিআই স্বীকৃতি পাওয়ায় পাহাড়ের কমলা চাষিরা উচ্ছ্বসিত। উদ্যানপালন দপ্তরের তরফে মনে করা হচ্ছে, এই স্বীকৃতি চাষিদের কমলা চাষে উৎসাহ আরও বাড়াবে। কৃষি বিপণন দপ্তরের শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সচিব অনুপম মিত্র বলেন, চাষিদের কাছ থেকে কমলা সংগ্রহের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। কমলাগুলো প্রথমে শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটে আনা হয়, সেখান থেকে প্যাকেট করে ট্রেনে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে।

জিআই স্বীকৃতির পর জেলা প্রশাসনও সরাসরি নজরদারি করেছে। কৃষি বিপণন দপ্তরের উত্তরবঙ্গ জোনের ডেপুটি ডিরেক্টর সন্দীপ রায়, উদ্যানপালন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রভাস মণ্ডল এবং কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ইউনিস লেপচা বৃহস্পতিবার কার্শিয়াংয়ের মহানদীর সিভিটার গ্রামের কমলা বাগান পরিদর্শন করেন। তাঁরা চাষিদের সঙ্গে দরদাম ঠিক করে কমলা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন। মোট ছয়জন চাষির কাছ থেকে ১৩২ টাকা কেজি হারে কমলা সংগ্রহ করা হয়। প্রতি কেজিতে গড়ে ১১টি কমলা ছিল।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আশা করা হচ্ছে, এই উদ্যোগের ফলে পাহাড়ের চাষিরা ন্যায্য মূল্য পাবেন এবং সাধারণ মানুষ স্বীকৃত জিআই কমলার স্বাদ পেতে পারবে।

সম্পাদকীয়

ইন্দো-রুশ সামরিক সমঝোতা, মোদির চালে বিপাকে ট্রাম্প

ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়া থেকে গত কয়েক মাস ধরে সস্তা দরে জ্বালানি তেল কিনেছে ভারত। এতেই চটে যান ট্রাম্প সাহেব। এই ইস্যুকে সামনে রেখে নয়াদিল্লিকে চাপে ফেলতে ভারতীয় পণ্যের ওপর বাড়তি আমদানি শুল্ক চাপিয়ে দেয় ওয়াশিংটন। ফলে চাপে পড়ে যায় ভারত। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা চললেও সমাধান এখনও অধরা। কারণ, ট্রাম্পের অনড় মনোভাব। তাঁর এই অবস্থানের কারণে দেশেও যথেষ্ট সমালোচনার মুখে পড়েছেন ট্রাম্প। কিন্তু কোনও কিছুই টলাতে পারেনি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে পালটা চাল দেন মোদি। পুরনো বন্ধু রাশিয়ার দিকে হাত বাড়ান তিনি। সেই হাত ধরতে এক মুহূর্তও দেরি করেননি রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। পরিস্থিতির গুরুত্ব ও রাশিয়ার বর্তমান অবস্থাকে মাথায় রেখে তিনি সোজা হাজির হলেন ভারতে। আর ঠিক এটাই চেয়েছিলেন মোদি। নয়াদিল্লির মাটিতে মোদি, আর পুতিনের যৌথ সাংবাদিক বৈঠকের ছবি দেখেই এখন ঘুম উড়েছে ট্রাম্পের। ভারতে ঠিক কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা বোঝাতে ভারতে আসার আগেই এক বড়সড় সামরিক সমঝোতাও সেরে ফেলে রাশিয়া। সেই চুক্তিতে যেভাবে তড়িঘড়ি অনুমোদন দিয়েছে রুশ সংসদ তাতেই স্পষ্ট পুতিনের মনোভাব। এই চুক্তিতে ভারত যা পাচ্ছে তাতে খুশিতে টগবগ করছে সেনাবাহিনী। শক্তির নিরিখে অত্যাধুনিক যে কোনও সমরাস্ত্রের চেয়ে এই সামরিক সাহায্য অনেক বেশি পাওয়ারফুল। তাই সংশ্লিষ্ট চুক্তিকে গেম চেঞ্জার বলেই মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক থেকে শুরু করে সেনাকর্তারাও। এর জেরে আগামী দিনে বিদেশের মাটিতে শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবে এ দেশের ফৌজ। ভারত-রুশ এই সামরিক চুক্তির পোশাকি নাম 'রেসিপ্রোকাল এক্সচেঞ্জ অফ লজিস্টিক সাপোর্ট' বা রেলস। সমঝোতা অনুযায়ী, এতে মস্কোর সৈন্যঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি পাচ্ছে নয়াদিল্লি। সেখানে রণতরী, ডুবোজাহাজ এবং লড়াকু জেট মোতায়েন করতে পারবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। পাশাপাশি, মিলবে লজিস্টিক সহায়তাও। অর্থাৎ জ্বালানি, হাতিয়ার, গোলা-বারুদ, রসদ বা যুদ্ধজাহাজ ও জেটের মেরামতি-সহ আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাও রুশ ছাউনিগুলি থেকে নিতে পারবে ভারতীয় ফৌজ।

শব্দছক ৬

রবি দাস

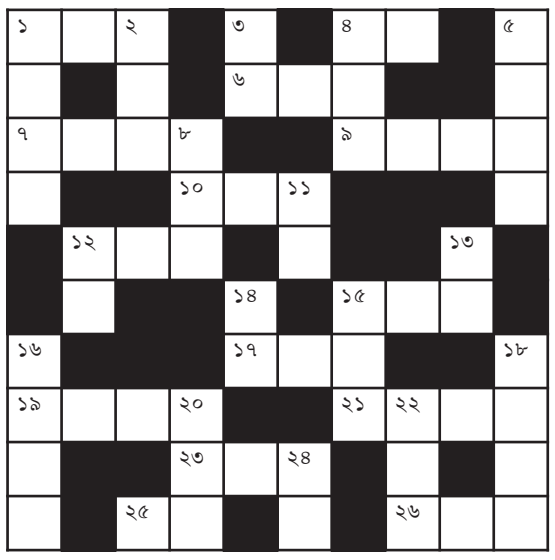

পাশাপাশি: ১. দিন ৪. মেঘ ৫. নতুন ধানের উৎসব ৭. জপের জন্য মালা ৯. মাস্তানি ১০. জুয়া খেলোয়াড় ১২. বাজনদার ১৫. অমঙ্গল ১৭. অনুরাগের অভাব ১৯. জগৎ সম্বন্ধীয় ২১. শিব ২৩. জোর করে কব্জা করা ২৫. বাগান পরিচর্যাকারী ২৬. বার বা গ্রহ
ওপর-নিচ: ১. সর্বদিক জয় করা ২. বিভীষণ পত্নী ৩.বন্যা ৪. অন্নদাতৃ ৫. উন্মুক্ত ৮. একটুতেই লজ্জা পায় ১১. নিঃস্ব ১২. পিতা ১৩. দুঃখে প্রতিবাদ ১৪. তালার দোসর ১৫. গমনের অযোগ্য ১৬. শুঁয়া পোকার পরিণতি ১৮. গণ্ডগোল ২০. কলা ২২. বিচারপতি ২৪. ঝাল সবজি

সমাধান ৫ — পাশাপাশি: ১. নকুল ৩. দোনোমেনো ৬. নকরানি ৯. রকম ১২ ময়াল ১৪. রজনী ১৭. তারিফ ১৯ রজক ২৩. শিবির ২৫. কলকাতা ২৯. নানাবেশ ৩০. কজ্জল
ওপর-নিচ : ১. নজর ২. নয়ন ৩. দোহারা ৪. নোঙর ৫. শ্রীদাম ৭. কন্যা ৮. লিভার ১০. কম ১১. হিয়া ১২. মন্ত্রী ১৩. লতা ১৫. নীর ১৬. বক ১৮. ফটক ২০. জয় ২১. রবি ২২. চাকা ২৩. শিশির ২৪. রটনা ২৬. লঙ্কেশ ২৭. তালুক ২৮. বেড়াল

আজকের দিন

■ **১৯৪১ —** জাপান হাওয়াইয়ের পার্ল হারবারে অবস্থিত মার্কিন নৌঘাঁটিতে আক্রমণ করে, যার ফলে পরের দিনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

■ **১৯৭২ —** অ্যাপোলো প্রোগ্রামের চূড়ান্ত মিশন, অ্যাপোলো ১৭ উৎক্ষেপণ করা হয়, যার ক্রুরা চাঁদে হেঁটে যাওয়া শেষ মানুষ হয়ে ওঠে।

■ **১৯৭৫ —** ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমুর (তৎকালীন পর্তুগিজ তিমুর) আক্রমণ করে।

জন্মদিন

শঙ্কর

১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এম ওয়াই ঘোড়পাড়ের জন্মদিন।*
১৯৩৩ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক শঙ্করের জন্মদিন।*
১৯৫৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অর্জুন রাম মেঘাওয়ালের জন্মদিন।*

যুক্তিমানস গঠনে পাঠ্যসূচি

শোভন সেন

ছোটবেলার পড়া কবিতা যেমন খুব বেশি বয়সেও বেশ কিছু মনে থাকে, তেমন ছোটবেলার আত্তীকরণ করা বেশ কিছু বোধও চেতনায় ,অভ্যাসে রয়ে যায় আজীবন । আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন স্কুলবেলায় বেশ কিছু টেক্সট ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্তিবাদী মানুষ গঠনে অনুঘটনের সম্ভাবনাময় ছিল। মনে পড়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সহমরণ' কবিতাটি , যেখানে এক হিন্দু নারী সহমরনের চিতা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপরে এক মুসলিম মাঝিই তাকে উদ্ধার করছেন। মেয়েটির গা পুড়ে গেছে ,তবু সেই মুসলিম মাঝি তাকে বিয়ে করছেন ভালোবেসে। স্মরণে আসে কালিদাস রায় লিখিত 'চাঁদ সদাগর' কবিতাটির কথাও, যেখানে মঙ্গলকাহিনীর আখ্যান দিতে দিতে কবি কালিদাস রায় তার বিশ্বাস ব্যক্ত করছেন সাহসী লিখনে - 'মানুষই দেবতা গড়ে , তাহারই কৃপার পরে / করে দেব মহিমা নির্ভর ।' প্রধানমন্ত্রীর রাম মন্দির উদ্বোধনের সময় রবীন্দ্রনাথও ঠাকুরের 'দীনদান' কবিতার উচ্চারণ বারবার উঠে এসেছে সোস্যাল মিডিয়ায়, বহু জনের পোস্টে, উচ্চারণে - 'আপনারে স্থাপিয়াছো জগতের দেবতারে নহে'। সেই 'দীনদান' কবিতাটিও সেই সময় ছিল সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত । সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির পুরোধা 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' পংক্তির কাজি নজরুলের কবিতাটিও অন্তর্ভুক্তি পেতো ও এখনো পায় নানা সিলেবাসে । প্রতীত হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনা পাওনা' গল্প পড়ে সেই সময়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ নিশ্চয়ই তাদের বিয়ের সময়ে পণ পরিত্যাগ করেই বিবাহ সম্পন্ন করেছেন। অলডুয়াস হাক্সলে লিখিত 'বেনারস' প্রবন্ধটি উচ্চ মাধ্যমিকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্তি পেয়েছিলো । সে প্রবন্ধে গ্রহনে কুম্ভস্নানের নিরর্থকতার বিরুদ্ধে লেখকের যুক্তি পাই। সে লেখাটি এখন কোন ভারতীয় লেখক লিখলে সে লেখকের জেল কিংবা হয়ে যেতে পারে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ই কি 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন! আবার শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা 'দেবতার জন্ম' গল্পটিও ভক্তের দেবতা নির্মাণের এক মনোজ্ঞ আখ্যান ।

শৈশব গঠনে এ রকম গল্পগুলি অবশ্যই বিশেষ ভূমিকা রাখে। মা কাকিমার হাত ধরে বিভিন্ন থানে , দরগায় গিয়ে, বা নানা পুজোয় পালিত নানা প্রথা চোখের সামনে দেখতে দেখতে বড় হবার সময়,নানা পারিবারিক আলোচনার মাধ্যমে বহু অযৌক্তিক অভ্যাস ও বিশ্বাস আমাদের অন্তর্বিজে উপ্ত হয়ে যায়। পা ফুলিয়ে তারকেশ্বর যাওয়া, রাস্তায় দণ্ডী কাটা, জল পড়া, তেল পড়া, তুক করা, বান মারা, ভর হওয়া , ডাইন , কালাজাদু, - এসবে এখনো বহু কোর্ট ব্লেজার, হটপ্যান্ট পরিহিতাদেরও প্রবল বিশ্বাস। প্রতি স্লটের প্রাত্যহিক সিরিয়ালগুলিও অলৌকিকতা প্রবাহ করে চলেছে অবাধে । মুসলিম সমাজেও দেখি, - গান বাজনা পাপ, টিকা নিলে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়, এমন বহু অযৌক্তিক বিশ্বাস রয়েছে। নানা রোগ প্রতিরোধের জন্য মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশ এখনো ঝাড়ফুঁকের দ্বারস্থ হয়। ওঝা, গুনিন, জিনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিও সে সমাজে প্রবল। প্রচণ্ড গরমে নারী সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া পোশাক ফতোয়া ছোটবেলা থেকে এমন ভাবে চারিয়ে দেওয়া হয়, তারা সেই খাঁচাকেই সম্ভ্রম ভাবে।প্রশ্নহীন আনুগত্যের এই সংস্কারের সাথে লড়াই করতে হলে গল্পের ছলে কিছু সুচেতমার বোধ ছোটবেলা থেকে সিলেবাসের মাধ্যমে তাদেরও চেতনার নানা স্তরে চারিয়ে দিতে হবে। তবেই তাদের যাপনচিত্রে যৌক্তিক উত্তরণের পরিবর্তন আনা সম্ভব। এখানে সিলেবাসের নিয়ন্ত্রকদের ঝামেলার ভয়ে আলো ফেলার কাজে দ্বিধাগ্রস্ত হলে চলবে না। রোকেয়া বেগম,সুফিয়া কামাল, তুরস্কে গণতন্ত্রের ও আধুনিকতার উদ্গাতা কামাল আতাতুর্ক পাশার কিছু কাজ ও লেখাপত্র এই সূত্রে পাঠক্রমে আসতে পারে।

সুস্থিত সুন্দরতর চেতনা ও সমাজ গঠনের জন্য, যুক্তিবাদের পাঠ সার্বিক হয়ে উঠতে পারে যখন যুক্তিবাদের ধারক নানা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সিলেবাসের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা ভাবনায় প্রবাহিত করা যায়। এই সূত্রে নানা অলৌকিক ঘটনার লৌকিক ব্যাখ্যাও প্রদর্শন করা যেতে পারে। সেগুলি বিজ্ঞানের মূল সিলেবাসেও সামিল হতে পারে। প্রবীর ঘোষ , ডক্টর কোভুর, ভবানিপ্রসাদ সাহুর লেখা কিছু প্রবন্ধও পাঠ্যসূচিতে ঠাঁই পেলে মন্দ হয় না। সত্যজিৎ রায়ের দেবী, গণশত্রু , হিন্দিতে পিকে, ওএমজি, ফিল্মগুলির প্রদর্শন বিনোদনের মোড়কে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনার প্রবাহ সঞ্চার করতে পারে শিক্ষার্থী মানসে।

ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায় এত বছর পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও একে অপরকে চেনে না। তাই বুঝি এত অসূয়া, এত বিদ্বেষ । সেই ভ্রান্তি কাটাতে শৈশব থেকেই কিছু পাঠ্যবস্তু কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাবহ বেশ কিছু টেক্সট সিলেবাসে থাকেই। কিন্তু সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও লড়াইটা জরুরি। সক্রেটিস থেকে ব্রুনো , কালবুর্গি থেকে অভিজিৎ রায় মুক্তমনাদের ওপর আক্রমণ নেমে এসেছে বারবার। তার সাথে লড়াইয়ের মাটি কিন্তু মানব মন। সেখানে যুক্তির বীজ, মানবতার দীক্ষা, ভালোবাসার সঞ্চার করার দায়িত্ব তো স্কুল সিলেবাসেরই।কিন্তু সেই সিলেবাস নির্মাতারাই যদি প্রাচীন ভারতের গুণগান করতে জ্যোতিষকে গুরুত্ব দেন আর পর্যায় সারণী, ডারউইন আর বিবর্তনবাদকে সিলেবাস থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন , তাহলে তো গণেশের মূর্তিতেই প্লাস্টিক সার্জারি খুঁজতে হবে ভবিষ্যতের ভারতকে। তবু 'একটুর জন্য কতকিছু হয় নি/ ক্ষয়ে যাওয়া আশা তবু পুরোটা ফুরোয় নি।'

সুস্থিত সুন্দরতর চেতনা ও সমাজ গঠনের জন্য, যুক্তিবাদের পাঠ সার্বিক হয়ে উঠতে পারে যখন যুক্তিবাদের ধারক নানা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সিলেবাসের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা ভাবনায় প্রবাহিত করা যায়। এই সূত্রে নানা অলৌকিক ঘটনার লৌকিক ব্যাখ্যাও প্রদর্শন করা যেতে পারে। সেগুলি বিজ্ঞানের মূল সিলেবাসেও সামিল হতে পারে। প্রবীর ঘোষ , ডক্টর কোভুর, ভবানিপ্রসাদ সাহুর লেখা কিছু প্রবন্ধও পাঠ্যসূচিতে ঠাঁই পেলে মন্দ হয় না। সত্যজিৎ রায়ের দেবী, গণশত্রু , হিন্দিতে পিকে, ওএমজি, ফিল্মগুলির প্রদর্শন বিনোদনের মোড়কে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনার প্রবাহ সঞ্চার করতে পারে শিক্ষার্থী মানসে।

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষের হৃদয়ে গভীর ভারত ভাবনা

আশিস চট্টোপাধ্যায়

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের সরল সুন্দর ভালোবাসায় প্রাণবন্ত জনগণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে মুক্তি চায়। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকে (Pakistan Occupied Kashmir) সাধারণ জনগণ প্রতিবাদ করছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী কত খারাপ আর দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ করে ফেলেছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর মানুষ রাস্তায় নেমেছে ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে হাতে হাত রেখে মোকাবিলা করছে।পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুর্নীতি শুধু পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয় পাকিস্তানী প্রদেশ বালুচিস্তান পর্যন্ত প্রসারিত। ইন্টারনেট পরিষেবা ও ফোন পরিষেবা সারা পৃথিবী থেকে পাকিস্তান সরকার বন্ধ করে দেয় ও কাশ্মীর উপত্যকার সৌন্দর্য ভূমিতে আরণ্যক মানুষের প্রতিবাদের কথা ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও এখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে ২ জন নিহত ও ২২ জন আহত হয়েছেন। বর্তমান সময়ে শ্রীনগরের মতো, জম্মুর মতো, ধর্মশালা, সিমলার মত পাহাড়ি শৈল শহর উন্নয়নশীলতা নেই, নেই আকাশী নীলাভ ঘন সবুজ পাহাড়ি মানুষের ভালবাসার আবেদন। পাকিস্তানি মিলিটারি ভালবাসার আবেদনকেও স্তব্ধ করে রেখেছে। দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের দিয়ে চলছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর। মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বসিয়ে রেখেছে পাকিস্তানী মিলিটারি।দুর্বল পাকিস্তানি আর্মি শাহবাজ শরীফকে পুতুল বানিয়ে চালাচ্ছে। ২০১৫ সালে পাকিস্তান একটি নৌবাহিনী নিয়ে চুক্তি করে তাতে হাঙ্গার শ্রেণীর সাব মেরিনের কথা বলা হয়। যার চুক্তি ছিল পাঁচ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার।এই নকশা (ডিফেন্স প্ল্যান)ছিল নকল পাকিস্তানি পার্লামেন্ট ও শুদ্ধ জনগণকে তার হিসাব দিতে পারেনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও সরকার। জনগণের বাড়ি ও জমির মালিকানা নিয়ে সেনাবাহিনী দূরপ্রসারী দুর্নীতিতে যুক্ত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্ষ্মপ্রতিরক্ষা গৃহনির্মাণ কর্তৃপক্ষক্ষ্ম সবচেয়ে বড় আবাস প্রকল্প নির্মাণকারী হিসেবে পরিচিত। লক্ষ লক্ষ বাড়ি তৈরির টাকা নিয়ে সুদ্ধাচারের মানুষকেও দুর্নীতি করে এই ডিএইচ এ (Defence Housing Authority) ডিফেন্স হাউসিং অথোরিটি। স্পেশাল আইনানুগ বডি হওয়ার জন্য মানুষ চুপ থাকে এর ফলে পাকিস্তানি সেনাপ্রচুর অর্থ (ডলার) দুর্নীতি করে। ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনির সময় দুর্নীতি চরমে পৌঁছে যায়। একটা বিশেষ পত্র প্রকাশ করে অসীম মুনির ছিলেন ধৈর্যহীন দুর্নীতিগ্রস্ত এবং রাজনৈতিক সহায়তায় আশ্রয় নেওয়া পাকিস্তানের সবুজ পাহাড়ী উপত্যকার সন্ত্রাস।

একটি গোয়েন্দা পর্যালোচনায় দেখা যায় বালুচিস্তান প্রদেশ ও পাকিস্তান সেনার জবর দখলদারি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানের বর্তমান ভৌগোলিক মানচিত্র ও মান মর্যাদা ও সম্মানহীনতা স্থির করে দেবে। এখন পর্যন্ত ইসরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথ সমন্বয় বাহিনী প্যালেস্টাইনের সদ্য ফোটা ফুলের মত, শিশুর মত মানুষকে হত্যা করেছে। প্যালেস্টাইনের নিহত মানুষের সংখ্যা ৬০ হাজার। তাই পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী মানুষকে সচেতন হতে হবে ভালোবাসা, মায়া মমতার, মেলবন্ধন, সম্প্রীতি ও সব ক্ষেত্রে আন্তরিকতার বন্ধনের চেয়ে বড় জিনিস আর পৃথিবীতে কিছু নেই।

২ চর্চাবাসর

প্রকাশিত খবরে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে রাধা মাধব, রাধা কান্ত প্রভৃতি। কিন্তু এগুলো (রাধাকৃষ্ণ, রাধাগোবিন্দ, রাধাচূড়া, রাধানাথ, রাধাপদ্ম, রাধাপ্রসাদ, রাধাবল্লভ, ...) সব সময় একটা কথা। কোনও পরিস্থিতিতে দুটো নয়।

— *কলমবীর*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে 'তোষণবাজ ও হিন্দু বিরোধী' বলে আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষের নেতৃত্বে এমএলএ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে কড়া ভাষায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রীতিমতো মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস নিয়ে মুখ খোলেন। বাবরি মসজিদ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, '৫০০ পুলিশের প্রটেকশনে মোঘল-পাঠানদের বীজ পোঁতা হল।' একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে 'তোষণবাজ ও হিন্দু বিরোধী' বলে আক্রমণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলিম কার্ড খেলছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মজুত রয়েছে। আমাদের মসজিদ নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। হাজারটা করুক, ধর্ম পালন করুক। কিন্তু বাবরের নাম নিয়ে আমাদের আপত্তি আছে। আজকে প্রমাণ হয়ে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কত বড় তোষণবাজ, কত বড় হিন্দু বিরোধী। ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী। এটাও প্রমাণ হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী পরোক্ষভাবে পুলিশ দিয়ে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করতে সহযোগিতা করল। অথচ সরস্বতী পুজো করতে গিয়ে যোগমায়া দেবী কলেজের ছাত্রীকে হাইকোর্টে যেতে হয়েছে। আমাদের একটা পুজোর অনুমোদন দেয় না মুখ্যমন্ত্রী। হিন্দু ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে আমাদের কোর্টে যেতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের যুবরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে না সরান, তাহলে অনেক এলাকার নাম আগামী দিনে ঔরঙ্গজেবের নামে করবে।' শুভেন্দু আরও বক্তব্য, 'হিন্দুরা বেলডাঙার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিন। মোঘলরা এসেছিল আমাদের মা-বোনেদের ইজ্জত নেওয়ার জন্য। হিন্দুদের ধর্ম জোর করে পরিবর্তন করার জন্য। এটা মেনে নেওয়া যায় না। মমতার আমলে পশ্চিমবঙ্গে মোঘল, আরবি, পাঠান সংস্কৃতির বীজ পোঁতা হল ৫০০ পুলিশের প্রোটেকশনে।' তিনি আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক চোখ বন্ধ কেন? আমরা তো অন্য ধর্মাচরণে বাধা দিই না। কিন্তু আমাদের সরস্বতী পুজো, দুর্গা পুজোর জন্য বারবার কোর্টে যেতে হবে কেন?' সবমিলিয়ে এদিন পুরশুড়া এসে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন।

সই জাল করে জমি হস্তান্তর, ধৃত জালিয়াত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নিজের জমি অজান্তে অন্যের নামে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। এমন অভিযোগ ভুরি ভুরি। এবার তারই এক কারবারিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মুহুরির সাক্ষীতেই গ্রেপ্তার জাল দলিল কারবারি আকাশ আলিকে গ্রেপ্তার করল হেমনগর কোস্টাল থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হেমনগর থানার এলাকার বিবেকানন্দ মণ্ডলের অভিযোগ, তাঁদের জমি অন্যের নামে রেকর্ড করে আকাশ আলি নামে ওই যুবক। তার বাড়ি মাটিয়া থানার কৃপালপুর এলাকায়। মুহুরির সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতো আকাশ আলি। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন নথিপত্রতে সাক্ষী হিসেবেও সই করত। অভিযোগ, বিগত ৬ মাস আগে হেমনগরের একজন মৃত ব্যক্তির জমি অন্যের নামে রেকর্ড করার সময় আকাশ জাল সই করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি জানার পরই আকাশের বিরুদ্ধে জালিয়াতি অভিযোগ আনেন মৃত ব্যক্তির ছেলে বিবেকানন্দ মণ্ডল।

জঙ্গলমহলে সাঁওতালি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে সংসদে সরব সাংসদ কালীপদ সরেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: অলচিকি হরফে পঠন-পাঠনকে শুধু পাঠ্যসূচি পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে পৌঁছে দিতে জঙ্গল মহলে একটি সাঁওতালি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার দাবি তুললেন ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালীপদ সরেন। শুক্রবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের জিরো আওয়ারে বিষয়টি উত্থাপন করে তিনি জানান, 'সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী দেশে অন্তত ১৭ লক্ষ মানুষ সাঁওতালি ভাষায় কথা বলেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সাতটি রাজ্যের সাঁওতালি ভাষাভাষী মানুষের সার্বিক শিক্ষাগত সুযোগ সুনিশ্চিত করতেই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠন এখন সময়ের দাবি।' সাংসদ কালীপদ সরেনের আরও বক্তব্য, 'অলচিকি মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হলে সাঁওতালি ভাষা শুধু সংরক্ষিতই নয়, গবেষণা, চর্চা ও ভাষার আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণে আরও বিস্তৃত পথ খুলে যাবে।' তাই তাঁর দাবি, 'রাজ্যের বহু স্কুল ও কলেজে অলচিকি পাঠ ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। এবার প্রয়োজন সম্পূর্ণ সাঁওতালি ভাষায় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাবে।' সাংসদ আরও জানান, 'কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে জঙ্গলমহলের সাঁওতালি ও আদিবাসী যুবসমাজের আর্থিক স্বনির্ভরতা, কর্মসংস্থান ও গবেষণার পরিসর বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। মাতৃভাষায় ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষা তাঁদের সামাজিক পরিবর্তন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পথ সহজ করবে।' শুধু শিক্ষা নয়, ঝাড়গ্রামের দীর্ঘদিনের অবকাঠামোগত দাবিও এদিন সংসদে তুলে ধরেন সাংসদ। দূরপাল্লার ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ, লোকাল ট্রেন পরিষেবা বৃদ্ধি, পিচঢালা রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণ, সব মিলিয়ে জঙ্গলমহলের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নেও কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন জানান তিনি। সাংসদের জোরালো অবস্থানকে কেন্দ্র করে জঙ্গলমহলে ফের উন্নয়ন ও ভাষিক অধিকারের প্রশ্নে রাজনৈতিক মহলে আলোচনার ঝড়। অলচিকি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, সাঁওতালি ভাষা কি তবে আরও এক ধাপ এগোতে চলেছে? উত্তর এখন কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে।

রিলস্ বানানোর সময় গলায় ফাঁস লেগে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রিলস্ বানানোর সময় আচমকাই গলায় ফাঁস লেগে মৃত্যু হলো এক যুবকের। আর এই ঘটনার মোবাইলে রেকর্ডিং হওয়া ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে রীতিমতো শিউরে উঠেছেন অনেকেই। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বোরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোবারকপুর এলাকায়। রাতেই এই ঘটনার পর ওই যুবককে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে পরিবারের লোকেরা স্থানীয় সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা ওই যুবকের মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেয়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ভাইরাল হওয়া ভিডিও দেখে অনুমান করা হচ্ছে যে ওই যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন এবং সেই পরিস্থিতিতে হাসির রিলস বানাতে গিয়ে এমন দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দুর্লভ সাহা (৩১)। তাঁর বাড়ি মোবারকপুর এলাকায়। ওই যুবক চাঁচলের একটি মোটর বাইক শোরুমের কর্মরত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মৌসুমী সাহার সঙ্গে দীর্ঘদিন আগেই সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে।

ফর্ম আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার,
ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ওয়েফার গুডস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51109WB1995PTC071115) রেজিস্টার্ড অফিস ১২, ওয়াটারলু স্ট্রিট ২য় তল, রুম নং ১, ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিং, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৯, ভারত সম্পর্কিত।

... দরখাস্তকারী

সম্মানপুরসর শপথ নিতেছি
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ১২.১১.২০২৫ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে তেলেঙ্গানা রাজ্যে স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চোদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, অফিস ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, ভারত ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিস ১২, ওয়াটারলু স্ট্রিট ২য় তল, রুম নং ১, ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিং, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৯, ভারত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
ওয়েফার গুডস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
বিজয় বৈদ
ডিরেক্টর
ডিন - ০০২১৭৪৬৫

তারিখ : ০৬.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. শ্রী রঞ্জিত কর **২. শ্রী সঞ্জীব কর**	ক) **১৭,৪৪,৩০০ টাকা** (সতের লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশ টাকা) লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০৫২৯৭৮৭৭০, ২৯.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ২৯.০৭.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১৪.০৮.২০২৫ গ) ০৫.১২.২০২৫

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ০২ কাঠা ০৮ ছটাক ২০ বর্গফুট আরএস দাগ নং ১৪০৯/১৯৪৭,আরএস খতিয়ান নং ৪৫৯ এবং ১২ ছটাক , আরএস দাগ নং ১৪১০, আরএস খতিয়ান নং ২২৬৭, মোট ০৩ (তিন) কাঠা ০৪ (চার) ছটাক ২০ (কুড়ি) বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : পানিহাটি, জেএল নং ১০, ই/পি নং ১৫এ, এসপি নং ৪৬/১, সিএস প্লট নং ১৪০৯ (অংশ) এবং ১৪১০ (অংশ) , আরএস দাগ নং ১৪০৯/১৯৪৭ এবং ১৪১০ (এলআর দাগ নং ১৪০৯/১৯৪৭ এবং ১৪১০) , আরএস খতিয়ান নং ৪৫৯ এবং ২২৬৭ সংশোধিত খতিয়ান নং ৩৫৯ এবং ২০১৩ (এলআর খতিয়ান নং ৩৫৯ এবং ২০১৩) পুরসভা হোল্ডিং নং ৫০(৬৭), বিবেকানন্দ কলোনি, পানিহাটি পরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, থানা : খড়দহ, পোস্ট অফিস পানিহাটি, কলকাতা -৭০০১১৪, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস সোগিয়েপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা অধিক্ষেত্রে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সুশীল রঞ্জন কর এর ভবন; **দক্ষিণে :** ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি কলোনি লেন; **পূর্বে :** ৮ পিডব্লুডি নিকাশি পরে বি টি রোড; **পশ্চিমে :** ৮ বিবেকানন্দ কলোনি রোড।

তারিখ : ০৭.১২.২০২৫
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
১ শেক্সপীয়র সরণি, এসি মার্কেট বিল্ডিং
৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. **মেসার্স স্পিড অন হুইলস**, গ্রাম : চানপারুই, থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১৪৭। **আরও ঠিকানা :** টাকি রোড, পীরগাছা বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৮। ২. **শ্রী রূপক কুমার দাস**, পিতা প্রয়াত অনিল কুমার দাস, বিজি রোড, বারাসত, বারাসত-১, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৪। **আরও ঠিকানা :** ১৭/১, বুরিয়াল গ্রাউন্ড রোড, হাটখোলা মোড়, ওয়ার্ড নং ২৬, পো এবং থানা : বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৪।	ক) **১০৩০৩২৫.৮১ টাকা** এসি নং ************5381, উক্ত নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া, চুক্তি শেষ হওয়ার তারিখে বকেয়া পরিমাণ খ) ২৫.০৭.২০২৫ গ) ০৩.১২.২০২৫

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ০.৫৭০৬ ডেসিমেল বা ২৪৯ বর্গফুট খালি জমি এরিয়া এবং ঢাকা এরিয়া একতলায় ভবনের পরিমাপ আনুমানিক ১৮১ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) (দোকান ঘর)) ২১৭.২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট জমির এবং নির্মিত প্লটে জমির পরিমাপ আনুমানিক ৫.৮৮ শতক অংশ আরএস দাগ নং ২৩০ এবং ২৩০/৩৫৩, এলআর দাগ নং ১৪০৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৭ এবং ২২০/৩,এলআর খতিয়ান নং ১১৪৮, জেএল নং ৩৯, মৌজা প্রসাদপুর, থানা : বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং ১৭/১, বি জি রোড (দলিল অনুযায়ী) এবং বর্তমান পুরসভা হোল্ডিং নং ১৭/১/এ, বি জি রোড (কর নথি অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ২৬, বারাসত পুরসভা অধীন। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ঊষা দাস এর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** ১৪ ফুট চওড়া বি জি রোড; **পূর্বে :** ঊষা দাস এর সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** বাসুদেব সাধুখাঁ এর সম্পত্তি। সম্পত্তি রূপক কুমার দাস এর নামে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (স্বত্ব)
১. **মেসার্স আইসিবি অ্যাসোসিয়েটস**, ৪র্থতল ব্লক ইপি এবং জিপি অফিস নং ০২, স্টেসালিত টাওয়ার, সেক্টর -৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা, পিন : ৭০০০৯১। ২. **শ্রীমতি রানু ব্যানার্জি (স্বত্বাধিকারী)**, পিতা মহেন্দ্র নাথ দাস, সিই ৪৫, ট্যাঙ্ক নং ৪, সল্ট লেক সিটি, সেক্টর ১, বিধাননগর (এম), বিধাননগর সিসি ব্লক, সল্ট লেক, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬৪। ৩. **শ্রী সত্রাজিৎ ব্যানার্জি (জামিনদাতা)**, পিতা সুব্রত ব্যানার্জি, সিই ৪৫, ট্যাঙ্ক নং ৪, সল্ট লেক সিটি, সেক্টর ১, বিধাননগর (এম), বিধাননগর সিসি ব্লক, সল্ট লেক, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬৪।	ক) **৭০৭৫৫২৭.৯৫ টাকা** এসি নং ************4664, ০৫.০৪.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৪.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) খ) ০২.০৭.২০২৫ গ) ০৫.১২.২০২৫

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
প্রেমিসেস : জমির প্লট পরিমাপ ০.৫২২ একর (প্লট নং ই২-৩) - ৮৭.৫৫৫৬২১ একর থেকে, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, বিধাননগর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা : বিধাননগর (পূর্ব), সাব রেজি. অফিস -বিধাননগর, সল্ট লেক, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ই২-৪ এবং ই২-৫; **পূর্বে** ই২-২; **দক্ষিণে :** প্লট নং ই২-১; **পশ্চিমে :** ১৫ মিটার চওড়া সড়ক।
জামিনদত্ত সম্পদ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ৪র্থতলে ভবনের নির্মিত প্লট জমি বিবরণ উল্লিখিত মতে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৭২ বর্গফুট চিহ্নিত অফিস ২ হিসেবে প্ল্যানে সংযুক্ত দলিলে এবং ১ ঢাকা স্পেস পার্কিং মাঝারি মাসের কার সংশ্লিষ্ট ভবনে। লিজ অধীনে সম্পত্তি মেসার্স আইসিবি অ্যাসোসিয়েটস এর নামে।

তারিখ : ০৭.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৪.১২.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : অ্যালায়েড রিটেল ইন্ডিয়া প্রা লি.,** ১০৪এ, রাজার রাম মোহন রায় রোড, বড়িশা, কলকাতা - ৭০০০০৮, **ডিরেক্টর তথা জামিনদাতা :** **১) শ্রী অনিল কুমার** পিতা প্রয়াত তিলোক প্রসাদ, ১০৪এ, রাজার রাম মোহন রায় রোড, বড়িশা, কলকাতা - ৭০০০০৮, **২) শ্রীমতি আশা কুমারী,** স্বামী কপিল দেও প্রসাদ, ৮৬/২ নবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা-৭০০০০৮। **জামিনদাতা :** **৩) বিমল কুমার ঘোষ,** পিতা প্রয়াত কৃষ্ণ পদ ঘোষ, পূর্ব প্রতাপগড়, ১১ সন্তোষ ঘোষ রোড, বিরাটী, কলকাতা -৭০০০৫১। **৪) প্রদীপ কুমার ঘোষ** পিতা প্রয়াত ইন্দু ভূষণ ঘোষ, ৮৬/২ নবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা- ৭০০০০৮। **৫) সীমা কুমারী,** স্বামী শ্রী অনিল কুমার , ৩য়তল, ১০৪এ, রাজার রাম মোহন রায় রোড, বড়িশা, কলকাতা - ৭০০০০৮। **৬) প্রণব মন্ডল,** পিতা শ্রী নিমাই মন্ডল, গ্রাম -চন্দা, পো আমানকান্দি, থানা : হরিণঘাটা, জেলা -নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩২৪৯	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাপ এরিয়া ১১০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২য়তলে, দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম -উত্তর দিকে অংশ , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি, এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাপ কমবেশি ০.০৩ একর সমপরিমাপ কমবেশি ১ কাঠা ১৩ ছটাক ২ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : মুরাদপুর, কলকাতা পৌর সংস্থা (এস এস ইউনিট), ওয়ার্ড নং ১২৩, কেএমসি প্রেমিসেস নং ১১, জেমস লঙ সরণি, কলকাতা -৭০০০০৮, থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি শ্রী অনিল কুমার,** পিতা প্রয়াত তিলক প্রসাদ এর নামে। **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ০৫৬০৯-২০০৮ সালের,** এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সমীপে **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কে এফ রেলওয়ে প্লট, দক্ষিণে : স্কুল, পূর্বে : জেমস লঙ সরণি, পশ্চিমে : বিনয় হালদার এবং অন্যান্যর জমি। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বদখলীকৃত।**	**১৪.৯৭ কোটি টাকা ৩১.০৭.২০১৯** অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক) ২৮,২৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮২,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯ পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৯.১২.২০২৫ পর্যবেক্ষণের সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
২	**ঋণগ্রহীতা :** **দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রা লি., ঠিকানা :** গ্ল্যামার বিল্ডিং , ৪র্থতল, আন্দুল রোড, পো -দুইল্যা, থানা : সাঁকরাইল, হাওড়া - ৭১১৩০২। **ডিরেক্টর তথা জামিনদাতাগণ :** **১) গৌতম খারা,** পিতা শ্রী নিত্যানন্দ খারা, **ঠিকানা :** জে সি চক্রবর্তী রোড, পাতকুয়াতলা, গ্রাম এবং পো : দুইল্যা, হাওড়া-৭১১৩০২। **আরও ঠিকানা :** গ্ল্যামার বিল্ডিং , ৪র্থতল, আন্দুল রোড, পো দুইল্যা, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া -৭১১৩০২। **২) শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য,** পিতা শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য, ঠিকানা : চরকডাঙ্গা, পো দুইল্যা, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া-৭১১৩০২। **আরও ঠিকানা :** গ্ল্যামার বিল্ডিং , ৪র্থতল, আন্দুল রোড, পো দুইল্যা, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া -৭১১৩০২। **৩) শ্রী গৌতম ঘোষ,** পাতকুয়াতলা, গ্রাম এবং পো : দুইল্যা, হাওড়া-৭১১৩০২। **আরও ঠিকানা :** গ্ল্যামার বিল্ডিং , ৪র্থতল, আন্দুল রোড, পো দুইল্যা, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া -৭১১৩০২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস নং ৩বি, ৩সি এবং ৩ডি, পরিমাপ ৩২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থতলে ভবনের নাম **"গ্ল্যামার বিল্ডিং"** অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ৭ কাঠা ৯ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ৭৭৫,আরএস খতিয়ান নং ৭১৮, এলআর দাগ নং ৭৯১, এলআর খতিয়ান নং ৪২১/১, জেএল নং ৩৫, মৌজা : দুইল্যা, দুইল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত, আন্দুল রোড, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া। (হস্তান্তর দলিল নং ৩৭২০-২০০৯ সালের তারিখ ১৫.০৯.২০০৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৫৫৪ থেকে ৫৮০, সম্পত্তি মেসার্স ৩ গাইজ, প্রতিনিধিত্বকারী **১) শ্রী গৌতম ঘোষ, ২) শ্রী গৌতম খারা এবং ৩) শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য)। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৫০ ফুট চওড়া আন্দুল রোড; দক্ষিণে : জমি এবং ভবন দাগ নং ৭৮০, ;পূর্বে : জমি এবং ভবন দাগ নং ৭৭৯; পশ্চিমে : জমি এবং ভবন দাগ নং ৭৭৩। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	**২,৮৩,৭৬,০৯৮.০০ টাকা (দুই কোটি তিরাশি লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটানব্বই টাকা) ১১.০৮.২০২৫** অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক) ৫৩,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ৫,৩৪,৬০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.১২.২০২৫ পর্যবেক্ষণের সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
৩	**শ্রী অরুণ দাস,** পিতা প্রয়াত শ্রীশ চন্দ্র দাস , বজ বজ ফায়ার সার্ভিস কোয়ার্টার নং ১, ব্লক এ, রুম - ৪, ১২/২ দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, কলকাতা- ৭০০১৩৭ **এবং** গ্রাম এবং পো : উত্তর রায়পুর, ভোডাফোন টাওয়ার এর নিকট(শ্যামপুর পাইক পাড়া), পরিমল মন্ডলের দোকানের নিকট, থানা বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩৭	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এরিয়া ১৮০০ বর্গফুট (কার্যকরী এরিয়া ৭০৩ বর্গফুট এবং খালি জমি ১০৯৭ বর্গফুট), কমবেশি, এবং তদস্থিত একতলা ভবন, মৌজা : উত্তর রাইপুর, জেএল নং ১৫, তৌজি নং ৩৫৫, আরএস নং ৩৮, আরএস দাগ নং ৩৩৬/৪৭৩৩, এলআর দাগ নং ৩৯২, আরএস খতিয়ান নং ২১৭৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৪৯, উত্তর রাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা বজ বজ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩৭, **সম্পত্তি শ্রী অরুণ দাস এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-১১১৬/২০২০।** জমির শ্রেণি - বাস্তু, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পাড্ডা ঘোষের জমি; দক্ষিণে : পরিমল মন্ডলের জমি; পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া পাকা রোড পরে পরিমল মন্ডলের জমি; পশ্চিমে : পরিমল মন্ডলের জমি। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত।**	**১৪,৯২,১৭৩.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ বিরানব্বই হাজার একশ তিয়াত্তর টাকা) ১০.০৮.২০২৫** অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক) ১৩,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ১,৩৯,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.১২.২০২৫ পর্যবেক্ষণের সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
৪	**মেসার্স দ্বিরাজ হিরো,** স্বত্বা : সিমসন হালদার, এলআইসি বিল্ডিং, পিয়াস কমপ্লেক্স, পো : রাইদিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৮৩, **শ্রী সিমসন হালদার,** পিতা মদন মোহন হালদার , ডাক্তারের ঘেরি, রাইদিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৮৩। **শ্রী ধুলাপদ হালদার,** পিতা দ্বিজপদ হালদার, রাইদিঘি আবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৮৩। **শ্রী মদন মোহন হালদার,** পিতা দ্বিজপদ হালদার, ডাক্তারের ঘেরি, রাইদিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৮৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি তদস্থিত দোতলা ভবন ১১ ডেসিমেল জমি অবস্থিত মৌজা : কাঁকনদিঘি, জেএল নং ১১২, তৌজি নং ১২৭, খতিয়ান নং ২৪৪৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৮০,এলআর দাগ নং ৩৬৫৯, গ্রাম কাঁকনদিঘি,পো কাঁকন দিঘি,থানা : রাইদিঘি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কাঁকনদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন ৭৪৩৩৮৩, **উল্লেখ্য দান দলিল ১-২৭৫৫/১৯৮৯, সম্পত্তি মদন মোহন হালদার এবং ধুলিপদ হালদার** এর নামে। জমির শ্রেণি : বাস্তু। চৌহদ্দি : উত্তরে : রাজাবালা হালদারের সম্পত্তি (দলিল অনুযায়ী), খেলার মাঠ (বর্তমান অবস্থান), দক্ষিণে : দ্বিজপদ হালদারের সম্পত্তি (দলিল অনুযায়ী) মোবাইল টাওয়ার (বর্তমান অবস্থান), পূর্বে : সড়ক (দলিল অনুযায়ী), ৮ ফুট চওড়া সড়ক (বর্তমান অবস্থা), পশ্চিমে : সড়ক (দলিল অনুযায়ী) পুকুর এবং ৬ ফুট পথ (বর্তমান অবস্থা)। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত ।**	**৫১,২২,১৯১.০০ টাকা (একান্ন লাখ বাইশ হাজার একশ একানব্বই টাকা) ১০.০৮.২০২৫** অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক) ১৭,৮২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭৮,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯ পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৯.১২.২০২৫ পর্যবেক্ষণের সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
৫	**শ্রীমতি গীতাঞ্জলি নায়ক,** ১০/৭ শান্তি পল্লি রোড, পর্ণশ্রী, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০৬০ এবং পানশিলা গভ. কলোনি, সুশীল ভবন, একতলা, ফ্ল্যাট নং এবি এবং এবি-১, সোদপুর, থানা : খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১১২	**দুই (২) ফ্ল্যাটের বিবরণ (কেবল বিক্রির জন্য)** ১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট টাইলস মেঝে লিফট ব্যতীত ফ্ল্যাট নং এবি পূর্ব উত্তর দিকে একতলায়, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫০ বর্গফুট কমবেশি বহুতল ভবনে নাম **"সুশীল ভবন"**, উক্ত জমিতে, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং , ১ কিচেন, ২ টয়লেট , ১ বারান্দা, ফিটিংস, ফিক্সচার সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের চলার পথ, নিকাশি, জলাধার, সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক যাবতীয় সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ প্রথম তপশিলে বর্ণিত জমির বিবরণ অনুযায়ী **(দলিল নং ১৯০১০২৭০৬-২০২৩ সালের)** উল্লেখ্য নিম্নে বর্ণিত একটি ফ্ল্যাট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সহ। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : সিঁড়ি এবং গ্যারাজ, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : অন্যান্য ফ্ল্যাট। ২) লিফট ছাড়া সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক টাইলস মেঝে ফ্ল্যাট নং এবি- ১, পূর্ব উত্তর দিকের গ্রাউন্ড ফ্লোরের উপর ৬৫০ বর্গফুট অতি-নির্মিত এলাকা পরিমাপ করে। কমবেশি বহুতল ভবনটি "সুশীল ভবন" নামে এবং স্টাইলে নির্মিত, যার উপরে ২টি শোবার ঘর, ১টি ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা রয়েছে। এই জমিতে ফিটিং, ফিক্সচার সহ জমির আনুপাতিক অ-বিভাজিত অংশ এবং সমস্ত অধিকার বা সাধারণ পথ, নিষ্কাশন, ভূগর্ভস্থ এবং ওভারহেড জলাধার, সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সমস্ত সুবিধার অধিকার, এর সংলগ্ন অংশটি নীচে উল্লিখিত প্রথম তফসিল **(২০২৩ সালের জন্য দলিল নং ১৯০১০২৭০৬)** অনুসারে জমিতে অবস্থিত এবং অবস্থিত, যেখানে একটি ফ্ল্যাট অবিভক্ত এবং অপ্রচলিত আনুপাতিক অংশ জমি এবং অন্যান্য সমস্ত সাধারণ ইউটিলিটি সুযোগ-সুবিধা সহ রয়েছে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি** - উত্তরে আকাশে খোলা, দক্ষিণে গ্যারেজ, পূর্বে অন্যান্য ফ্ল্যাট, পশ্চিমে খোলা জায়গা (উপরে বর্ণিত ১ এবং ২) **শ্রীমতি গীতাঞ্জলি নায়কের নামে ২০২৩ সালের দলিল নং ১৯০১০২৭০৬** অনুসারে রয়েছে। এবং ২০২৩ সালের দলিল নং ১৯০১০২৭০৬ অনুসারে নীচে উল্লিখিত জমি এবং ভবনে অবস্থিত। **উপরে উল্লিখিত দুটি (২) ফ্ল্যাট (১ এবং ২) যেখানে অবস্থিত জমি এবং ভবনের বিবরণ :** মৌজা-পানশিলা, জে.এল. নং- ৬, আর.এস. নং ১০৩, তৌজি নং ১৫৫-এ অবস্থিত ৪ (চার) কাঠা জমি পরিমাপ করে বাস্তু জমির সমস্ত টুকরো এবং অংশ, যা সি.এস. দাগ নং-২০০(পি) এবং ২৮৩(পি) এর সাথে সম্পর্কিত এবং সি.এস. দাগ নং-২০০(পি) এবং ২৮৩(পি) এর অন্তর্গত এবং অন্তর্ভুক্ত। এল.ও.পি. নং ২২, এল.আর. খতিয়ান ১১২৫, ১৩১৬ এর অধীনে আর.এস., এল.আর. দাগ নং ৫৫২, পানিহাটি পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ১৯, পৌর হোল্ডিং নং ২৮, পানশিলা সরকারি কলোনির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, সোদপুর, থানা খড়দা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১২ এডিএসআরও -এর নিবন্ধন অধিক্ষেত্রের অধীনে। "সুশীল ভবন" নামে নির্মিত বহুতল নতুন ভবনের সাথে, যা নিম্নরূপ বেষ্টিত : উত্তরে : এলওপি নং ৯ দ্বারা রাজ কুমার চক্রবর্তীর সম্পত্তি, দক্ষিণে ১৪ ফুট প্রশস্ত পানশীলা সরকারি কলোনি রোড, পূর্বে এলওপি নং ২১ দ্বারা উপেন্দ্র নাথ মজুমদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে এলওপি নং ২৩ দ্বারা উষা রানী দত্তের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত ।**	**৪৩,৪৩,৫৯৫.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশ পঁচানব্বই টাকা) ১০.০৮.২০২৫** অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক) ২৩,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩৯,৪০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯ পর্যবেক্ষণের তারিখ ১১.১২.২০২৫ পর্যবেক্ষণের সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে।
নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৭.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের বুল ৩ সংস্থান অধীনে **২১.০৭.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **প্রয়াত প্রতাপ চন্দ্র কোনার** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১২,৭১,০৬৪.২০ টাকা (বারো লাখ একাত্তর হাজার চৌষট্টি টাকা এবং কুড়ি পয়সা)** অধার্য সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ **১২,৭১,০৬৪.২০ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা জামার, জেএল নং ৬৭, থানা এবং জেলা পূর্ব বর্ধমান, রায়ান ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন উল্লেখ্য আরএস প্লট নং ১১৯১, এলআর প্লট নং ১৪১৮, আরএস খতিয়ান নং ৫৯৮ এবং এলআর খতিয়ান নং ১১২১, শ্রেণি-ভিটা, এরিয়া ৫ শতক সমান সমান ০.০৫ একর, থানা : বর্ধমান, মহকুমা এবং অধিক্ষেত্র এডিএসআর সদর বর্ধমান। চৌহদ্দি : উত্তরে : সবিতা নন্দী এর সম্পত্তি; দক্ষিণে : বিকাশ চন্দ্র কোনার এর জমি সম্পত্তি; পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

তারিখ- ০৪.১২.২০২৫, স্থান : রায়ান
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

দায়বদ্ধ স্বর্ণারত্ন/অলংকার/মুদ্রা সাধারণ নিলামে বিক্রির নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ব্যক্তিগণ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ে যুক্ত/গহনা/মুদ্রা এবং সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিকবার নোটিশ/এবং লিখিত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দেননি।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ তাদের স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় সুদ, শুল্ক চার্জ এবং ব্যয় সহ) ২৪.১২.২০২৫ (শেষ কাজের দিন) তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের শাখা প্রেমিসেসে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার/রত্ন/মুদ্রা সমুদয় সাধারণ নিলামে **২৬.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১০টা থেকে** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অসুবিধা বা ক্ষতির বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় বহন করবে না এবং কোনও অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব ঋণগ্রহীতাদের তরফে গ্রাহ্য হবে না।
যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিলামে অংশ নিতে উৎসুক তাদের ৫০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট উক্ত তারিখ/সময়ের পূর্বে দাখিল করতে হবে বায়না জমা হিসেবে। যে সকল ব্যক্তি চূড়ান্ত ডাকে অংশ নেবেন তাদের পরবর্তী কাজের দিন ব্যাঙ্কের নিকট সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল করতে হবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ডাকমূল্য অপর্যাপ্ত বা নিম্ন বিবেচনায় নিলাম বাতিল করার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই। উক্ত নিলামের সূচি, তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তনের বা বাতিলের অধিকার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই।

অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার মোট ওজন
৪২৩৮৭৭৬১০০০৩৬৫৫ এবং গ্রামকুলটি শাখা	আজাহার আলি	পিতা আবদুল মোহিত শেখ, গ্রাম -অর্জুনা, কালনা-২, জেলা পূর্ব বর্ধমান।	৩৭.৬০০ গ্রাম
৪২৬৬৭৭৬১০০০০৫২২ এবং ঝাপানডাঙ্গা শাখা	শেখ মেহবুব রহমান	মাতা মাহিলা বিবি, নিবাস গ্রাম- জলকুল মোল্লাপাড়া, পো ধনিয়াখালি, জেলা হুগলি, পিন : ৭১২৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	৮.১০ গ্রাম
৪২৬২৭৭৬১০০০০৪৮০ এবং বিষ্ণুপুর শাখা	শ্রীমতি সুলেখা গড়াই	স্বামী বৈদ্যনাথ গড়াই, গোপালপুর, উত্তরপাড়া, মাঝিপাড়া, বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া।	৪৪.৪০ গ্রাম

তারিখ : ০৬.১২.২০২৫, স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের জের!
নানুরে পিটিয়ে খুন তৃণমূল বুথ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে খুন হলেন কাজল শেখ ঘনিষ্ঠ দলেরই বুথ সভাপতি। তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় জখম আরও চারজন। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নানুর থানার পাতিসাড়া গ্রামে। নিহতের নাম রাসবিহারী সর্দার (৫২)। তিনি নানুরের থুপসরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতিসাড়া গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি ছিলেন। অপর গোষ্ঠী অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ করিম খানের লোক বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার রাতে নানুরের বাসাপাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাদের উপর আক্রমণ হয় বলে দাবি কাজল গোষ্ঠীর।

ঘটনাস্থলেই রাসবিহারী সর্দারকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও শাবল দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। রাসবিহারী সর্দারের সঙ্গে থাকা আরও চার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীকেও বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। নিহতের ছেলে মানস সর্দার বলেন, 'যারা আমার বাবাকে পিটিয়ে খুন করেছেন, তারা অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ কেরিম খানের গোষ্ঠীর লোকজন। তারা প্রায়ই ফোন করে বাবাকে অনুব্রত মণ্ডলের গোষ্ঠীর লোকজনদের সঙ্গে দল করতে হুমকি দিত। এমনকি অনুব্রত মণ্ডলের গোষ্ঠীর দলে যোগ না দিলে খুনেরও হুমকি দিত তারা। শুক্রবার বাসাপাড়া পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। গ্রামের কাছে ওরা আমার বাবা এবং দলের আরও চার কর্মীকে ধরে মারধর শুরু করে। বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে আমাকেও মারধর করে। বাবাকে ওরা লোহার রড এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে।' ঘটনার পর এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নানুর-সহ বেশ কয়েকটি থানার পুলিশ। সারা রাত গ্রামে চলে পুলিশের টহলদারি। পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করে। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, 'খুন, রাহাজানি তৃণমূলের সংস্কৃতি। বামফ্রন্ট আমলে ওরা ১১ জন খেতমজুরের মৃতদেহকে সামনে রেখে ক্ষমতায় এসেছিল। এখন নিজেরাই নিজেদের খুন করেছে। এখন মানুষ বুঝতে পারছে কাদের ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। ২০২৬-এ মানুষ এদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

ঠাকুরনগরের পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় সিএএ নিয়ে বার্তা শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: ঠাকুরনগরের বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রাতেও সিএএ নিয়ে বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ঠাকুরনগর স্টেশন পর্যন্ত বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও একাধিক বিধায়ক। এই পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় মিঠুন চক্রবর্তীর উপস্থিত হওয়ার কথা থাকলেও তিনি আসেননি। পরবর্তীতে শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণে মিঠুন চক্রবর্তীর আজকের এই পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় আসতে পারেননি। পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা থেকে একাধিক বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিন তিনি বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'মমতার দল মনে করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ কোনও অঙ্গরাজ্য নয়। ঠাকুরবাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর যেদিন এসেছিলেন, তখন বড়মা বেঁচে ছিলেন। বড়মার পাশে ছিলেন মমতা বালা ঠাকুর। সেদিন প্রধানমন্ত্রী বড়মাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন তিনি মতুয়া সমাজকে নাগরিকত্ব দেবেন। সেই স্বপ্ন সিএএ-এর মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করেছেন নরেন্দ্র মোদী।' মমতা

ঠাকুরকে কটাক্ষ করে বলেন, 'বদলে গেল মতটা, পাল্টে গেল পথটা। ২০১৩ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে মতুয়া দেবী সেজেছিলেন, আজ তিনি প্রতিবাদ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী আজ বলছেন অনুপ্রবেশকারী বলে কিছু নেই, ওপার বাংলা এপার বাংলা সব এক। এগিয়ে সরকার, দুয়ারে সরকার, কবরে ভোটার, কবর থেকে গুটি গুটি পায়ে ভোটার লিস্টে উঠে এসে ঢুকে পড়ছে। অবাক পশ্চিমবঙ্গ।' মতুয়াদের নাম বাদ পড়লে ভারতবর্ষ অচল করে দেবেন মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'আপনি বন্ধ করে দিন এসআইআর। ইডি সিবিআই দপ্তরে তালা লাগিয়ে দিন। ইনকাম ট্যাক্সকে নোটিশ দিতে বারন করে দিন। তারপরেও ২৬ শে তৃণমূলের বিসর্জন হবে। তৃণমূল হারছে।' মতুয়াদের উদ্দেশ্যে এদিন তিনি বলেন, 'মোদীর গ্যারান্টি উপর বিশ্বাস রাখুন। ভারত সরকার আপনাদের বলেছে সিএএ-তে নাগরিকত্ব দেবে। কারোর কথায় বিভ্রান্তি হয়ে যদি এদিক-ওদিক চলে যান নিজেরা নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন। মতুয়া-সহ বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের আমরা বলছি, তাদের এখানে কেশগ্রও ছুঁতে পারবে না।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে শমীক বলেন, 'যারা ভাত রান্না করেন, তারা একটা ভাত চেপে বুঝতে পারেন ভাতের অবস্থা কি। আজকের মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবিরের চালই বলে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি।' বিএলও-দের উদ্দেশ্যে এদিন বলেন, 'আপনাদের উপরে অত্যাচার চলেছে, তৃণমূলের চাপ চলেছে, পঞ্চায়েত অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে আপনাদের দিয়ে ভুল তথ্য আপলোড করার প্রচেষ্টা চলেছে, মৃত ভোটারের নাম ঢোকানোর চেষ্টা চলেছে। বাংলাদেশি মুসলিম, রোহিঙ্গাদের আপন করে নেওয়ার চাপ দেওয়া হচ্ছে। এ কাজটি করবেন না। আপনারা পরবর্তীতে ফেঁসে যাবেন। এক বছরের জেল হবে, চাকরিটা হারাবেন।' বাম কংগ্রেসের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা আপনাদের আদর্শটা বুকে চেপে রেখে দিন ঝাণ্ডাটা ছাড়বেন না। কিন্তু ঘুর পথে আনতে সাহায্য করবেন না।' একই বার্তা দিয়েছেন তৃণমূলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের উদ্দেশ্যে।

'তৃণমূল নেতাদের ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে ধোলাইয়ের' নিদান বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'তৃণমূল নেতারা বাড়িতে এসআইআর নিয়ে ভুল বুঝাতে এলে বা ভোট চাইতে এলে তাঁদের ল্যাম্প পোস্টে বেঁধে আপাদমস্তক চাপকাবেন। এমনকি তৃণমূলের কোনও নেতা চোখ রাঙাতে আসলে, তাঁদের ঝাঁটা-জুতো নিয়ে বেরিয়ে ঘর থেকে বার করবেন।' প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে এভাবেই তৃণমূলের উদ্দেশ্যে বিতর্কিত মন্তব্য সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতার। 'আমরা এখনই এদের ফুটানি বন্ধ করে দিতে পারি কিন্তু মমতা দিদির নির্দেশে আমরা উন্নয়নে ব্যস্ত।' বিজেপি নেতাকে পাল্টা হুশিয়ারি তৃণমূল ব্লক সভাপতির।

২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন যত কাছে আসছে সোনামুখীতে রাজনৈতিক হাওয়া গরম ততই বাড়ছে। অর্থাৎ শীতের পারদ যতো কমছে রাজনৈতিক উত্তপ্ত ততই বাড়ছে। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের ধুলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের খয়েরবুনি গ্রামে বিজেপির পরিবর্তন সভা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই সভা মঞ্চে প্রকাশ্য সমাবেশ থেকে মাইক হাতে নিয়ে সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা অর্থাৎ বিজেপি নেতা কুন্তল কোনার বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন। এদিন তিনি মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এলাকার জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, 'কোনও তৃণমূল নেতা যদি এই খয়েরবুনি বুথে এসে বলে এসআইআর করতে দেওয়া যাবে না, বা এসআইআর-এর পরে যখন ভোট চাইতে আসবে, তখন আপনারা আপনাদেরটা বুঝে নেবেন। এই চোরগুলোকে এই ল্যাম্প পোস্টে বেঁধে আপাদমস্তক চাপকাবেন আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি।' তিনি আরও বলেন, 'সোনামুখীর বা এলাকার কোন তৃণমূল নেতা আপনার বাড়িতে চোখ রাঙাতে আসে আপনারা ভয় পাবেন না, আপনারা সাহস নিয়ে ঝাঁটা জুতা নিয়ে তাদেরকে বেরিয়ে ঘর থেকে বার করবেন বাকিটা ভারতীয় জনতা পার্টি বুঝে নেবে।' পাল্টা মন্তব্য করেছেন সোনামুখী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দিব্যেন্দু সেন । তিনি বলেন, 'আমরা এই ধরনের নোংরা কথায় বিশ্বাসী নই, আমরা উন্নয়নে বিশ্বাসী। আমরা মানুষের পাশে মানুষের সাথে থাকার বিশ্বাসী। আমরা পারি অনেক কিছু করতে এদের বড় বড় ফুটানি বন্ধ করতে পারি। মমতা দিদি শিখিয়ে দিয়েছেন মানুষের পাশে থেকে মানুষের সাথে থেকে কাজ কর। মানুষ আমাদের দুহাত ভরে আশীর্বাদ করবে কিন্তু অযথা মিথ্যা অপপ্রচার কুৎসা রটনা করার চেষ্টা করলে তৃণমূল ছেড়ে কথা বলত না।'

নীল বাতির গাড়ির ধাক্কা, বিক্ষোভ, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মোপেড আরোহী দুধ ব্যবসায়ীকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ৪০ ফুট রাস্তা হিঁচড়ে নিয়ে গেল নীল বাতি লাগানো গাড়ি। ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন ওই দুধ ব্যবসায়ী। আজ সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়কের কদমাঘাটি এলাকায়। ঘটনায় আশঙ্কাজনকভাবে আহত দুধ ব্যবসায়ীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে নীল বাতি লাগানো গাড়ি আটকে বাঁকুড়া দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের নীল বাতি লাগানো একটি বোলেরো গাড়ি বেপরোয়া গতিতে বাঁকুড়ার দিক থেকে বাঁকুড়া দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক ধরে দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় কদমাঘাটি এলাকায় রাস্তার ধারে থাকা একটি দোকানে দুধ দিয়ে নিমাই সাইনি নামের স্থানীয় জামকানালি গ্রামের এক দুধ ব্যবসায়ী নিজের মোপেড নিয়ে বাঁকুড়া দুর্গাপুর রাজ্য সড়কে উঠছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে নীল বাতি গাড়িটি প্রথমে ওই দুধ ব্যবসায়ীর মোপেডে ধাক্কা দিলে দুধ ব্যবসায়ী রাস্তায় পড়ে যান। এরপর ওই দুধ ব্যবসায়ীকে মোপেড সহ প্রায় ৪০ ফুট রাস্তা হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায় নীল বাতি লাগানো গাড়িটি।

ভদ্রেশ্বরে প্লাস্টিক বর্জ্য জমা দিলে বিনামূল্যে মিলছে খাবারের কুপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভদ্রেশ্বর: ভদ্রেশ্বর পুরসভা। সূত্রের খবর, ভদ্রেশ্বরে প্রতিদিন প্রায় কয়েকশো দরিদ্র মানুষ মা ক্যান্টিনের খাবার খান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চালু হয়েছিল এই ক্যান্টিন। সেখানে মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে ভাত, ডাল, ডিম ও সবজি পাওয়া যায়। এবারের সামাজিক উদ্যোগ এবং শহরের পরিচ্ছন্নতা দুই বিষয়কেই এক সুতোয় বেঁধে দিল পুরসভার লজে থাকা মা ক্যান্টিনে প্রায় এক কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য জমা দিলে বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে ২টি খাবারের কুপন। আবার দু-কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য জমা দিলে মিলছে পাঁচটি খাবারের কুপন। ইতিমধ্যেই এলাকার বহু মানুষ প্লাস্টিক জমা দিয়ে বিনামূল্যে খাবারের কুপন নিয়ে যাচ্ছেন। সংগ্রহ করা প্লাস্টিক প্রথমে ভাগাড়ে এবং সেখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে। নতুন এই উদ্যোগে যত্রতত্র প্লাস্টিক ফেলার প্রবণতা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে পুরসভা। এছাড়াও, শহর পরিষ্কার রাখতে ভদ্রেশ্বর পুরসভার সাফাই কর্মীরা বাড়ি বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করেন। ভদ্রেশ্বর পুরসভার পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী বলেন, 'স্থানীয়দের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যেই আমরা এই পদক্ষেপ করেছি। অনেকেই রয়েছেন, যাঁদের কাছে পাঁচ টাকাও অনেক বেশি মূল্য বলে মনে হয়। এই উদ্যোগের ফলে তাঁদেরও সাহায্য করা হবে এবং শহরও পরিষ্কার থাকবে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'আপাতত শুধুমাত্র ভদ্রেশ্বর পুরসভার লজে থাকা মা ক্যান্টিনে এই উদ্যোগ চালু হয়েছে। পরে ভদ্রেশ্বর এলাকার আরও অনেক জায়গায় এই উদ্যোগ চালু করা হবে। এর ফলে যেমন এলাকা পরিষ্কার থাকবে, তেমনই দরিদ্রদের একবেলা অন্ন জুটবে।'

উত্তর দেবীপুর রেল স্টেশনের দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: কথা দিয়েও কথা রাখেনি রেল কর্তৃপক্ষ। তাই আবারও নতুন স্টেশনের দাবিতে রেল দপ্তরের কাছে আবেদন এলাকার মানুষের। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাটের চাঁপাপুকুর এলাকার। শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখার চাঁপাপুকুর ও ভ্যাবলা স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব অনেক। এই দুটি স্টেশনের মাঝখানে উত্তর দেবীপুর বলে একটি জায়গা পড়ে। ওই এলাকায় একটি স্টেশনের দাবি জানিয়ে আসছেন পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষ। সেই দাবি প্রায় ১৫ বছরে পড়ছে। ২০১০ সাল থেকে এই দাবি নিয়ে রেল দপ্তরের কাছে একাধিকবার আবেদন, রেল অবরোধ, ধরনা-সহ একাধিক কর্মসূচি করেছে এখানকার মানুষ। এরপর রেল দপ্তর থেকে এই উত্তর দেবীপুর এলাকায় পরিদর্শনেও এসেছে কয়েকবার। রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে এলাকার মানুষকে কথাও দিয়ে গেছে একাধিকবার। এখানে শীঘ্রই একটি স্টেশন করা হবে।

বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে পূর্বস্থলীর ইট গেল মুর্শিদাবাদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী পূর্ব: বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার লদীপুর গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে শয়ে শয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা ইট নিয়ে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য রওনা দেন। শনিবার সকালে সকলেই ট্রেনে করে কাটোয়া হয়ে বেলডাঙার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাঁদের লক্ষ্য, বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য ইট দিয়ে সাহায্য করা। যে যার সামর্থ মতো ইট

দেন। আবার কেউ টাকা-পয়সা দিয়ে এই কাজে সাহায্য করাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। এটি কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নয়, বরং তাঁরা এলাকাবাসী হিসাবে বেলডাঙার উদ্দেশ্যে রওনা দেন বলে জানান। হুমায়ুন কবীর যদি নতুন দল করেন, তখন তাঁর পাশে কেউ থাকবে কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তরে তারা জানিয়েছেন, হুমায়ুন কবীর একটি ভালো কাজ করছেন, তাই তাঁরা তাঁকে সমর্থন করছেন। তবে রাজনৈতিক দল তৈরি করলে সেই দলে যোগ দেবে কিনা, সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

সেতুর দাবিতে ক্ষোভে ফুঁসছেন গোপীবল্লভপুরের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সেতুর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভে ফুঁসছেন গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের কলাবনি-সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁদের বহুদিনের দাবি, কুয়াড়িখালের ওপর একটি নতুন সেতু নির্মাণের। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও সেতু নির্মাণের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। প্রতিবছর বর্ষার সময় খালের ওপর থাকা কজওয়েটি জলের স্রোতে তলিয়ে যায়। দু-দিকের মাটি ধসে পড়ে। ফলে সাঁকরাইল ও গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াতের ক্ষেত্রে চরম সংকটে পড়েন। স্থানীয়দের বক্তব্য, এই কজওয়েটি দুই ব্লকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী কজওয়ে। প্রতিদিন কর্মজীবী মানুষ, ব্যবসায়ী, নিত্যযাত্রী থেকে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই পথ দিয়েই যাতায়াত করেন। কিন্তু বছরের পর বছর কজওয়েটি বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকায় যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আতঙ্কে থাকেন এলাকার বাসিন্দারা।

দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ১২ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার বাজারের বর্ধমান কাটোয়া রাস্তার উপর দুটি বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হয় ১২ জন যাত্রী। স্থানীয়রা সকলকে উদ্ধার করে ভাতার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভাতার থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী। পুলিশ ও দমকলের কর্মীরা উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। দুর্ঘটনার জেরে কাটোয়া বর্ধমান রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। জানা গিয়েছে, বর্ধমান থেকে কাটোয়া যাচ্ছিল একটি যাত্রীবাহী বাস। উল্টো দিক থেকে আসছিল কাটোয়া থেকে একটি বাস। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুটি বাসেই প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন করে যাত্রী ছিল। প্রায় ১২ জন বাস যাত্রী আহত হন। বাসের চালক আটকে পড়ে স্টিয়ারিং এর মধ্যে। এলাকার মানুষের সাথে পুলিশ ও দমকলের চেষ্টায় দীর্ঘক্ষণ পর চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস দুটিকে অন্যত্র সরিয়ে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (আই জে এ) পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখা শনিবার বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবের সভা কক্ষে মিলন উৎসবের আয়োজন করে। কথায়, কবিতায়, গানে ভাববিনিময়ের মাধ্যমে জমে ওঠে অনুষ্ঠান। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদস্য সাংবাদিকরা সংস্কৃতির মেলবন্ধনে নিজেদের মেলে ধরেন। শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরীর কথায়, কবিতায়, গানে রং কোলাজে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য তারকনাথ রায়। সভাপতিত্ব করেন আইজেএ'র জেলা সভাপতি স্বপন মুখার্জী। ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরূপ লাহা স্বাগত ভাষণে সংগঠনের সারা বছরের কর্মসূচি তুলে ধরার সঙ্গে সদস্যদের আরও বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কথায় কবিতায় গানে অংশ নেন অতিথি শিল্পী ভবতোষ দাস, জয়তী ভৌমিক রাজ্য কমিটির সদস্য আমিনুর রহমান-সহ পার্থ চৌধুরী, উদিত সিংহ, প্রদীপ কুমার মণ্ডল, সুপ্রকাশ চৌধুরী, কৌশিক চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সদস্য জগন্নাথ ভৌমিক।

নির্বাচন কমিশন বিজেপির বি-টিম: অরূপ বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'তৃণমূলের লড়াই ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের বিরুদ্ধে। বিজেপি এবং তার বি-টিম নির্বাচন কমিশন যেভাবে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে। তারা যে ষড়যন্ত্র করছে, তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।' শনিবার বুদবুদে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে এসে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি আরও বলেন, 'দলের কর্মীদের সচেতন করা হচ্ছে। দলের কর্মীরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সুপ্রিম ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ মতো রাস্তায় নেমেছে। দলের কর্মীরা এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে। যাঁরা এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপ করতে পারছেনা, তাঁদের ফর্ম ফিলাপ করতে সাহায্য করছে।' এদিন তৃণমূল কার্যালয়ে বিধায়ক ওয়্যার রুম পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক তথা পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন গলসির বিধায়ক নেপাল ঘোড়ুই-সহ অন্যান্যরা। এদিন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর সংবাদমাধ্যমের কাছে এসআইআর নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উপড়ে দেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পাশাপাশি, শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ১ ও ২ ব্লকে এসআইআর-এর ওয়ার রুম পরিদর্শন করেন তিনি। ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করার বার্তা দেন বিদ্যুৎমন্ত্রী।

টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে বিনামূল্যে শীতবস্ত্রের দোকান পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?' ভূপেন হাজারিকার এই গান বর্তমান আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় খুবই প্রাসঙ্গিক। এই সহানুভূতির হাত গরীব মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিলো একদল তরুণ যুবক যুবতী। দুঃস্থ ও প্রান্তিক গ্রামের গরীব মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল কিছু স্কুল পড়ুয়া ও কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা। নিজেদের পকেট মানি ও টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বিনা পয়সায় শীতবস্ত্রের দোকান খুলে বসলেন। শুক্রবার খানাকুলের জগন্নাথপুরের জাঁকরি এলাকায় বিনা পয়সায় শীতবস্ত্রের বাজার খোলেন। প্রায় ৪০০টি পরিবার তাঁদের ছেলে মেয়ে, মা বাবার জন্য শীতের বস্ত্র পছন্দ করে নিয়ে যায়। জানা গেছে, পড়াশোনার পর অবসর সময়ে মোবাইল নিয়ে সময় না কাটিয়ে সমাজের গরীব মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করছিল তারা। হঠাৎ করেই কিছু ছাত্র ছাত্রী সংগঠিত হয়ে 'নীরবে আমরা' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। এই সংগঠনের সবচেয়ে কনিষ্ঠতম সদস্য অনিক পন্ডিত চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। সেও দাদা দিদিদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে দুঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেয়। আর উপহার পেয়ে ওই সব গরীব সাদা সরল মানুষের আনন্দিত হয়। এদিন তারা প্রথাগত বস্ত্র বিতরণের একঘেয়েমি কাটিয়ে 'বিনা পয়সার শীতবস্ত্রের দোকান' খুলে মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে। খানাকুলের প্রত্যন্ত এই এলাকার দুঃস্থ অসহায় মানুষজনদের জন্য আয়োজিত এই অভিনব হাট সাড়া ফেলে সমগ্র এলাকায়। এই বিষয়ে কলেজ পড়ুয়া তন্ময় পলিতা বলেন, 'এই গ্রুপের প্রায় সকল সদস্যই আমরা ছাত্র ছাত্রী। টিফিন খরচ বাঁচিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। এর আগেও আমরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মানব কল্যাণে কাজ করেছি।' জাঁকরি এলাকার বাসিন্দা সুদীপ্ত বাউরি বলেন, 'আমরা ভাবতেই পারছি না, এই রকম তরুণ সমাজ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। শীত বস্ত্র পেয়ে আমরা খুব খুশি।' সবমিলিয়ে তরুণ দলের এই মানবিক কাজকে কুর্নিশ জানালো এলাকার বুদ্ধিজীবী সমাজ।

দাসত্বের মানসিকতা ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: দাসত্বের মানসিকতা ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, এমনই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'দাসত্বের মানসিকতা ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং এখন আমরা কীভাবে তা পুনরুজ্জীবিত করছি, তার কিছু উদাহরণ আমি আপনাদের দেব। বিদেশি শাসনের সময়ও, ভারত অস্ত্রের একটি প্রধান প্রস্তুতকারক ছিল। আমাদের অস্ত্র কারখানার একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ছিল। ভারত অস্ত্র রপ্তানি করত, এমনকী বিশ্বযুদ্ধের সময়ও ভারতে তৈরি অস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'আপনারা জেনে অবাক হবেন যে এখন দেশের ব্যাঙ্কগুলিতে, আমাদের নিজস্ব দেশের নাগরিকদের ৭৮,০০০ কোটি টাকা দাবি ছাড়াই পড়ে আছে। একইভাবে, প্রায় ১৪,০০০ কোটি টাকা বিমা কোম্পানিগুলির কাছে পড়ে আছে। এই টাকা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের। আমাদের সরকার এই টাকা তাঁদের ন্যায্য সম্পত্তিতে ফিরিয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখনও পর্যন্ত, আমরা কোটি কোটি টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে রেখেছি। এটি জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য একটি অঙ্গীকার। মেকলের নীতি, যা ভারতে মানসিক দাসত্বের বীজ বপন করেছিল, ২০৩৫ সালে ২০০ বছর পূর্ণ করবে- অর্থাৎ ১০ বছর বাকি আছে। আমাদের সকলকে একত্রিত হতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, আমরা আমাদের দেশকে দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্ত করব। আমি আমাদের দেশের জনগণকে আগামী দশ বছরকে একটি স্পষ্ট সময়সীমা হিসেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। আপনার সমর্থন ছাড়া আমি তা অর্জন করতে পারব না। মেকলের যে নীতি ভারতে মানসিক দাসত্বের বীজ বপন করেছিল, তা দুশো বছর পূর্ণ করবে। এই কারণেই, এই দশ বছরের মধ্যে, আমাদের অবশ্যই সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রতিটি চিহ্ন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।' ভারতকে এখন বিশ্বের দ্রুততম এগিয়ে চলা প্রধান অর্থনীতি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশের অগ্রগতির জন্য পুজো দিলেন জেপি নাড্ডা

দেওঘর, ৬ ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা শনিবার ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে শ্রী বাবা বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে প্রার্থনা করেন। যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় শ্রী বাবা বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে পূজার্চনা করার পাশাপাশি গোমাতা সেবাও করেন তিনি। নিজ হাতে গোমাতাকে খাবার খাওয়ান নাড্ডা। পরে তিনি বলেন, দেশের অগ্রগতির জন্য প্রার্থনা করেছেন তিনি। জেপি নাড্ডা বলেন, 'বাবা বৈদ্যনাথের পবিত্র ভূমিতে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং আমি এখানকার সমস্ত পুরোহিতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমার সঙ্গে পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। যে নতুন চেতনা এবং শক্তি পেয়েছি, তা দিয়ে আমি দেশ ও সমাজের সেবা করব এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্যও প্রার্থনা করেছি।'

'ভেন্টিলেশনে ইন্ডিয়া জোট', এবার বেসুরো ওমর আবদুল্লা

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: ফের টানাপোড়েন ইন্ডিয়া ব্লকের অন্দরে। হেমন্ত সোরেনের পরে এবার বেসুরো জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। বিজেপি-র নির্বাচন লড়ার ক্ষমতাকে প্রকাশ্যে প্রশংসা করে আবদুল্লার দাবি, ভেন্টিলেশনে রয়েছে ইন্ডিয়া জোট। কংগ্রেসকে সরাসরি আক্রমণ করে কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছেন তিনি।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে এসে ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এই জোটে থাকছেন কি না, সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। তবে আবদুল্লার দাবি, ইন্ডিয়া জোট ভেন্টিলেশনে রয়েছে। তাঁর দাবি, এই জোট নিজের দোষে নীতীশ কুমারকে বিজেপির কাছে ঠেলে দিয়েছে। ইন্ডিয়া জোট গঠনের সময়ে নীতীশ কুমারের কাজকে প্রয়োজনীয় সম্মান দেওয়া হয়নি বলে তাঁর দাবি। এই কারণেই নীতীশ বিজেপির দিকে ঝুঁকেছেন বলে তাঁর মত। কংগ্রেসকে ঘুরিয়ে আক্রমণ করে আবদুল্লা বলেন, যে বৈঠকে নীতীশকে জোটের কনভেনর করার দাবি ওঠে, সেই বৈঠকে 'অন্য এক নেতা' এই দাবি খারিজ করে দেন।

আবদুল্লার গলায় শোনা যায় হতাশার সুর। তিনি বলেন, 'বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফল জোটকে ফের হতাশায় ডুবিয়ে দেয়। এই সময় এমন একজন নেতা দরকার যারা আমাদের এই হতাশা থেকে টেনে তুলবেন।' সোরেনের কথা মনে করিয়ে তিনি বলেন, 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ইন্ডিয়ার অথবা বিহারের মহাজোটের অংশ ছিল না। তাঁর প্রশ্ন, যদি, কাল তাঁরা চলে যান, তাহলে দোষ কার?'

পাশাপাশি রাহুল গান্ধির ভোট চুরির প্রসঙ্গও উঠে এসেছে তাঁর কথায়। তিনি বলেন, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে কারচুপি করা সম্ভব, এই কথা তিনি অবিশ্বাস করলেও, নির্বাচনে অন্য ভাবেও কারচুপি করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, 'যারা বলে যে মেশিনে কারচুপি হয়েছে, আমি তাদের সমর্থন করি না।' আবদুল্লার দাবি, 'এটা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল ভোটার তালিকায় কারচুপি করা অথবা নির্বাচনী এলাকা পুনর্নির্মাণ করা।' রাহুল গান্ধির সাম্প্রতিক বিভিন্ন দাবির পক্ষেই যুক্তি দেন তিনি।

থারুরের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবদুল্লার দাবি, তাঁর সরকারের ভালো কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে হলে তাঁর কোনও সমস্যা নেই। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার মানে এই নয় যে তিনি বিজেপি-র সঙ্গে জোট করবেন।

কাজের সময় শেষে ফোন বা মেল নয় কর্মীকে, পেশ বিল

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: লোকসভা এবং রাজ্যসভার সদস্যরা এমন বিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিল পেশ করতে পারেন, যদি তাঁদের মনে হয় সেই বিষয়ে সরকারি আইন প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। এমন ক্ষেত্রে 'প্রাইভেট মেম্বার'স বিল' আনতে পারেন একজন সাংসদ। শুক্রবার দেশে কর্মী সুরক্ষায় এমনই একটি বিল লোকসভায় পেশ করেছেন এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে। 'রাইট টু ডিসকানেক্ট বিল, ২০২৫'-এ বলা হয়েছে, অফিসের কাজের সময় শেষ হলে কর্মীকে যাতে কর্মক্ষেত্রের ফোন ধরতে বা ইমেল দেখতে না হয়, সেই অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। অফিসের কাজ শেষ হওয়ার পর এবং ছুটির দিনকে কর্মীদের 'ব্যক্তিগত সময়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যক্তিগত সময়ে কর্মীদের যাতে কাজের চাপের মুখে পড়তে না-হয়, তার জন্যই উদ্যোগী হলেন এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া। আরও একটি 'প্রাইভেট মেম্বার'স বিল' পেশ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ কাদিয়াম কাব্য। সেটি হল মেন্সট্রুয়াল বেনিফিটস বিল, ২০২৪। এর লক্ষ্য হল, ঋতুস্রাবের সময় কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

বাংলাদেশে ফেরা হাসিনার ব্যক্তিগত বিষয়: জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: গণবিক্ষোভের জেরে গত বছরের অগস্ট মাস থেকে ভারতে অজ্ঞাতবাসে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কবে নিজের দেশে ফিরবেন তিনি? শনিবার এই বিষয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের বক্তব্য, এটি হাসিনার ব্যক্তিগত বিষয়। নিজের দেশের পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। সংরক্ষণ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা গণবিক্ষোভের জেরে গত বছরের অগস্ট মাসে আওয়ামি লিগের দেড় দশকের শাসনকালের সমাপ্তি হয়। সেনার পাহারায় দেশ ছাড়েন হাসিনা। এরপর থেকে ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছেন তিনি। অন্য দিকে, মুজিবকন্যা দেশত্যাগী হতেই তাঁর বিরুদ্ধে মামলার বন্যা বইয়ে দিয়েছে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তবর্তী সরকার। ইতিমধ্যে গণহত্যার মামলায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল আদালত ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশ দিয়েছে। তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা দিয়েই নিহতদের পরিবার এবং আহতদের ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জমি দুর্নীতি মামলায় হাসিনার ২১ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকার একটি আদালত। এই অবস্থায় হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে চাপ দিচ্ছে ঢাকা। ইতিমধ্যে দু'বার নয়াদিল্লিকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক। এদিন একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে জয়শংকরকে প্রশ্ন করা হয়, হাসিনা কি যত দিন ইচ্ছে ভারতে থাকবেন? উত্তর বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি এখানে এসেছিলেন। আমার মনে হয় সেই সময়ের পরিস্থিতিই স্পষ্ট করেছে তাঁর সঙ্গে কী ঘটেছিল। কিন্তু আবারও বলছি, এটা এমন একটি বিষয় যেখানে তাঁকেই (বাংলাদেশে ফেরা নিয়ে) সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' বাংলাদেশে গণবিক্ষোভের পর থেকেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে ঢাকার। হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেওয়ায় তা বেড়েছে বই কমেনি। এই অবস্থায় দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে জয়শংকর বলেন, 'আমরা শুনেছি যে বাংলাদেশের মানুষ, বিশেষ করে যাঁরা এখন ক্ষমতায় আছেন, তাঁদের বিগত নির্বাচন পরিচালনা নিয়ে সংশয় ছিল। নির্বাচনটাই যদি ইস্যু হয়, তবে সবার আগে সেখানে সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন হোক।' ভারতের বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য; প্রতিবেশী দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। তিনি বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের মঙ্গল কামনা করি। একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমরা মনে করি, যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা পূরণ করুক।'

ময়দান

কুলদীপ ও কৃষ্ণের যুগলবন্দি, যশস্বীর শতরানে সিরিজ জয়

বিশাখাপত্তনম, ৬ ডিসেম্বর: সাদা বলের ক্রিকেটে ফিরে দারুণ ছন্দে নিজেদের তুলে ধরল ভারত। বিশাখাপত্তনমের দিন-রাত্রির ম্যাচে টস জিতে পরে বল করার সিদ্ধান্তই বদলে দিল ম্যাচের মোড়। বছরের এই সময় ভারতের মাটিতে রাতে পরে বল করা কতটা কঠিন, তা আগের দুই ম্যাচে ভারতীয় বোলারদের মতোই এবার উপলব্ধি করল দক্ষিণ আফ্রিকা। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৭১; ভারত সে রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে নিল ৯ উইকেটে, তাও ৬১ বল হাতে রেখে। সিরিজ পকেটে পেলেন লোকেশ রাহুলরা। হাসলেন কোচ গৌতম গম্ভীরও। টেস্ট সিরিজে দুর্দশার পরে সাদা বলে ছন্দে ফিরল ভারত।

টস জেতার পর রাহুল বাঁ হাতে কয়েন তুলে ভাগ্য ফেরালেন। টসের পরেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের উচ্ছ্বাস যেন ইঙ্গিত দিচ্ছিল অর্ধেক কাজ সেরে ফেলেছেন তাঁরা। দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনিংয়ে রায়ান রিকেলটনকে ফিরিয়ে ম্যাচের শুরুতেই বড় ধাক্কা দেন অর্শদীপ সিংহ। শূন্য রানে ফিরে যান রিকেলটন। তবে দ্বিতীয় উইকেটে পরিস্থিতি সামাল দেন কুইন্টন ডি'কক ও টেম্বা বাভুমা। ভারতের বিরুদ্ধে বরাবরই ভাল রেকর্ড থাকা ডি'কক আগের দুই ম্যাচে ব্যর্থ হলেও এদিন ছন্দে ফিরলেন। ১১৩ রানের জুটি গড়লেন বাভুমাকে সঙ্গে নিয়ে। দেখে মনে হচ্ছিল বড় স্কোর গড়বে প্রোটিয়ারা।

কিন্তু ঠিক তখনই ম্যাচে ফের ভারত। বাভুমাকে ৪৮ রানে ফেরান রবীন্দ্র জাডেজা। এর পরই নিজের দ্বিতীয় স্পেলে চমক দেখালেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। প্রথম স্পেলে খরচা হলেও দ্বিতীয় স্পেলে একই ওভারে ব্রিৎজকে (২৪) ও শতরানকারী এডেন মার্করামকে (১) ফিরিয়ে বিপদে ফেলেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে। অন্য প্রান্তে ঝড় তুলছিলেন ডি'কক। মাত্র ৮৯ বলে ১০৬ রান করে আউট হন তিনি। ভারতের মাটিতে এটি তাঁর সপ্তম শতরান। তবে শতরানের পর বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি; প্রসিদ্ধের বলেই আউট হন ডি'কক। শেষ পর্যন্ত ২৭০ রানে থেমে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। সাম্প্রতিক দিন-রাতের ম্যাচের প্রেক্ষিতে এই স্কোর যথেষ্ট নয়, তা স্পষ্ট ছিল।

রান তাড়ায় নেমে একপ্রকার নিখুঁত ব্যাটিং প্রদর্শন করেন রোহিত শর্মা ও যশস্বী জয়সওয়াল। শুরুতে সাবধানী হলেও পরে হাত খোলেন তাঁরা। দ্রুতই গড়ে ওঠে শতরানের জুটি। দুই ব্যাটারই অর্ধশতরান করেন। ১৫৫ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙলেও ভারতের জয় তখন সময়ের অপেক্ষা। রোহিত ৭৫ রানে ফেরেন মহারাজের বলে। শতরান করতে না পারলেও ইনিংসের ভিতটা শক্ত করে যান তিনি।

বিরাট কোহলি নামেন আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে। শতরান করা সম্ভব না হলেও দ্রুত রান তোলার দিকে নজর ছিল তাঁর। অন্য প্রান্তে নিজের দ্বিতীয় এক দিনের শতরান তুলে নেন যশস্বী জয়সওয়াল। শেষ পর্যন্ত যশস্বী ১১৬* ও কোহলি ৬৫* রান করে অপরাজিত থাকেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের এক মুহূর্তও ম্যাচে ফিরে আসতে দেননি তাঁরা। ৬১ বল হাতে রেখে ৯ উইকেটে জিতে ভারত শুধু সিরিজই জেতেনি, বরং প্রমাণ করেছে সাদা বলের ক্রিকেটে এই দলই সেরা ছন্দে রয়েছে। বিশাখাপত্তনমের এই দাপুটে জয় ভারতীয় শিবিরে ফের আত্মবিশ্বাস জাগাল, বিশেষত কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক রাহুলের কাছে।

দুরন্ত শামি সত্ত্বেও জঘন্য হার বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দুর্দান্ত শুরুর পরে হঠাৎই পথ হারাল বাংলা। নকআউটে ওঠার লক্ষ্য সামনে রেখেই দল খেলতে নেমেছিল। কিন্তু পণ্ডিচেরির বিরুদ্ধে শনিবারের ম্যাচে বিরাট ব্যবধানে হারের ফলে সেই স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে গেল। হায়দরাবাদের জিমখানা গ্রাউন্ডে টস জিতে বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত মোটের ওপর খারাপ না হলেও পণ্ডিচেরি শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।

বাংলার হয়ে মহম্মদ শামি আবারও দুর্দান্ত বল করলেন। চলতি টুর্নামেন্টে তিনি ধারাবাহিকভাবে ফর্মে আছেন। পণ্ডিচেরির টপ অর্ডারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেওয়ায় শামি শুরুতে বাংলাকে ম্যাচে ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে ভালোভাবে সাহায্য করেন ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, যিনি নেন ২ উইকেট। তবুও পণ্ডিচেরির রান থামানো যায়নি। অধিনায়ক আমন খান ৪০ বলে ৭৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। অন্য দিকে, যশবন্ত শ্রীরাম ৩৪ বলে ৪০ রান করে নির্ধারিত ২০ ওভারে দলের স্কোরকে ১৭৭-এ পৌঁছে দেন।

জবাবে বাংলা শুরুতে যথেষ্ট ছন্দে ছিল। মাত্র ৪ ওভারে দল পৌঁছে যায় ৪৪ রানে। মনে হচ্ছিল বড় রান তাড়া করেও ম্যাচে ফিরতে পারবে বাংলা। কিন্তু চতুর্থ ওভারের শেষ বলে অভিষেক পোড়েলের আউট হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় অঘটন। পরপর উইকেট হারাতে থাকে বাংলা। ব্যাটিং লাইন-আপ যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। দলের একমাত্র উজ্জ্বল দিক ছিল করণ লালের লড়াকু ইনিংস। তিনি ২৩ বলে ৪০ রান করে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেন।

কিন্তু অন্য প্রান্তে কেউই দাঁড়াতে পারেননি। বাংলার শেষ আট ব্যাটার সিঙ্গল ডিজিটে আউট হন। ফলে ১০০ রানেও পৌঁছতে পারেনি বাংলা দল। শেষমেশ ৮১ রানে ম্যাচ হেরে মাঠ ছাড়তে হয়। পণ্ডিচেরির হয়ে একা জয়ন্ত যাদব ৪ উইকেট তুলে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

৫ম দিনেও জমজমাট রুইয়া মেমোরিয়াল উইন্টার ন্যাশনাল ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ

শুক্রবার থেকে শুরু হল লিগ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্চম দিনেও জমজমাট রুইয়া মেমোরিয়াল উইন্টার ন্যাশনাল ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ। শুক্রবার থেকে শুরু হল লিগ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা। গোল্ড ও সিলভারের জন্য অংশগ্রহণ করবে ৮টি ও ১৬টি দল। এদিন অন্যান্য দিনের তুলনায় প্রতিযোগীদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। দাবার পরেই বুদ্ধিমত্তার অন্যতম খেলা তাস। প্রায় ৬ বছর পর আবারও কলকাতায় ফিরেছে রুইয়া মেমোরিয়াল উইন্টার ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ। তবে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে ব্রিজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ রায় এর ভূমিকায় খুশি সকলেই। একদিকে এই টুর্নামেন্ট পরিচালনার দায়িত্বে তিনি অন্যদিকে নিজেও তিনি একজন প্রতিযোগী। ১৯৯৫ সাল থেকে ব্রিজ খেলা শুরু করেন তিনি আর এখন ২০২৫। অনেকগুলো বছর কেটে গেলেও ব্রিজ খেলার প্রতি তাঁর টান একই রয়ে গেছে। এদিন দেবাশীষ রায় জানান আগামী কয়েকদিন এই খেলার আকর্ষণ আরও বাড়বে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET
Diamond Harbour-II Dev.Block. Vill-Pana, P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS. Pin-743504, E-Mail:-Pradhan.bharidas@gmail.com

Notice of Inviting E-Tender.
E-Tenders are invited by the undersigned for :- **(1.) BHGP/E-TENDER/2025-2026/26** Date-01/12/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_967976_1 to 9. (2.) BHGP/E-TENDER/2025-2026/27** Date-01/12/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_968034_1 to 2 .** Have been invited. Contact the office of the u/s & Visit **www.wbtenders**.gov.in for Details. Last Date of applicaton is **05/01/2026, 11.00 A.M.**
Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas.G.P

Office of the Prodhan,
Choa Gram Panchayat
Under Hariharpara
Dev. Block. Vill+P.O–Choa,
P.S-Hariharpara, Dist- Murshidabad
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender (NIeT) No:- **05/CGP/2025-26.** Dated:- **04/12/2025.** The last date of online submission of tender is **05-01-2026 upto 15.00 hours.**
For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**
Fatema Bibi
(Prodhan, Choa GP)

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia.Tender title:-NIT No:- NM/ABPS/NIT-064e/2025-2026 to NM/ABPS/NIT-068e/2025-2026.Tender ID:-2025_MAD_5000285_1, 2025_MAD_5000137_1, 2025_MAD_5000150_1, 2025_MAD_5000265_1 & 2025_MAD_5000275_1. Type of Work:- Construction of Cement Conc Road & Drain ward No 1 to 4. Bid Submition End Date:- 22-12-2025 at 05:00 PM. Bid Open Date:- 26-12-2025 at 10:00 AM. N.B.: Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website https://tenders.wb.gov.in/ also given https://nabadwipmunicipality.in
SD/-
Chairman,
Nabadwip Municipality

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET
Diamond Harbour-II Dev.Block. Vill-Pana, P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS. Pin-743504, E-Mail:-Pradhan.bharidas@gmail.com

Notice of Inviting E-Tender.
E-Tenders are invited by the undersigned for:- **(1.) BHGP/E-TENDER/2025-2026/22** Date-28/11/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_963384_1 to 23, (2.) BHGP/E-TENDER/2025-2026/23** Date-28/11/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_963100_1 to 9, (3.) BHGP/E-TENDER/2025-2026/24** Date-28/11/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_963849_1 to 9 (4.) BHGP/E-TENDER/2025-2026/25** Date-28/11/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_963902_1 to 5** Have been invited. Contact the office of the u/s & Visit **www.wbtenders**.gov.in for Details. Last Date of applicaton is **01/01/2026 & 02/01/2026, 11.00 A.M.**
Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas.G.P

Notice Inviting Online/ e-Tender
The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Ref. e-NIT- BHATAR BDO & PS/27/2025-26, Dated- 05/12/2025.** Last Date of Bid Submission : **20/12/2025 & BHATAR BDO & PS/28/2025-26, Dated- 05/12/2025.** Last Date of Bid Submission : **03/01/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No.-01 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/227/BM/2025-26/APAS Date: 06.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5000287_1. Bid Submission Start date- **06.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **10.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **15.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **17.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C. Road in Ward No.-17 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/226/BM/2025-26/APAS Date: 06.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5000278_1, 2025_MAD_5000278_2, Bid Submission Start date- **06.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **10.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **15.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **17.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/ Executive Officer**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No.- 08 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/225/BM/2025-26/APAS Date: 06.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5000268_1, 2025_MAD_5000268_2, 2025_MAD_5000268_3, Bid Submission Start date- **06.12.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **10.12.2025 at 14:00.** 2. End date- **15.12.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **17.12.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman/Executive Officer**
Bongaon Municipality.

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
E-TENDER
Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for execution of 1(One) no. of Civil work from all Govt.contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.: WBMAD/ULB/DHM/NIT-17/362(e)/2025-26.** Bid Submission Start Date: **06.12.2025.** Bid Submission End Date: **15.12.2025.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1997/25-26 Dated 04.12.2025	Repairing & Renovation work at Dwarir Road From Bye pass connector to Panchayet Border in Ward No-24-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 35,76,252.00

Bid Submission end date: **06.01.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Construction of Concrete Road at DVC Para from Kartik Bauri Home to Raju Bauri under Ward No.-01, Booth No.-02, DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/532(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_5000304_1 • Est. Amt: Rs. 2,57,941.00
2) Name of the Work : Construction of New Drain & Road at Parulia Pagal Para, Booth No.-02 of AC-276, Ward No.-01
e-Tender No. : WBDMC/W/532(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_5000304_1 • Est. Amt: Rs. 7,50,000.00
Last Date : **16.12.2025 upto 09.00 a.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Road at Central Store, Uttar Pally, Ward- 17, Booth- 100, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/W/514(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_5000156_1 • Estimated Amount : 2,80,099/-
2) Name of the Work: Repairing of Road and Construction of Culvert near Shiv Mandir Uttar Pally, Ward- 17, Booth- 100, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/W/514(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_5000156_2 • Estimated Amount : 7,19,480/-
3) Name of the Work: Repairing of B.T. Road near Dolphin Tailor, Jisu Biswas House to High Drain and Michel Sarani, Ward- 19, Booth- 120, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/W/515(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_5000169_1 • Estimated Amount : 5,48,634/-
4) Name of the Work: Construction of Road near Bablu House, Apu Laha House and Prabal Das Gupta House, Ward- 19, Booth- 120, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/W/515(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_5000169_2 • Estimated Amount : 4,47,445/-
5) Name of the Work: Repairing of F.P. School at Bhiringi for Door, Window, Shed and Roof Top Ward- 19, Booth- 123, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/W/521(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_5000138_1 • Estimated Amount : 5,56,848/-
6) Name of the Work: Construction of Road and Drain at Bhiringi Anduli Para, Ward- 19, Booth- 123, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/W/521(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_5000138_2 • Estimated Amount : 4,40,525/-
Last Date : 15th December 2025, up to 10:55 am
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Repair and renovation of Two No. of Community Toilet at Chasi Para Netaji Nagar Colony, Booth No.-139, Ward No.-21, Borough No.-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/504(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_5000173_1 • Est. Amt: Rs. 4,29,696.00
2) Name of the Work : Improvement of illumination with steel tubular pole, LT-OH Un Armoured cable and LED street light fittings near Chanditala, N. N. Colony, Ward No.-21 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/504(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_5000173_2 • Est. Amt: Rs. 70,622.00
3) Name of the Work : Construction of Three Nos. Culvert (RCC Cover Drain) at Chasi Para N. N. Colony, Booth No.-139, Ward No.-21, Borough-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/504(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_5000173_3 • Est. Amt: Rs. 6,48,337.00
4) Name of the Work : Improvement of illumination with steel tubular pole, LED fittings LT-OH Un-armoured Cable Street at Chasipara, N. N. Colony under Ward No.-21 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/504(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_5000173_4 • Est. Amt: Rs. 35,448.00
Last Date : **16.12.2025 upto 02:00 p.m.**
5) Name of the Work : Improvement of illumination with steel tubular pole, LED fittings LT-OH Un-armoured Cable Street at Chasipara, N. N. Colony under Ward No.-21 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/531(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_5000288_1 • Est. Amt: Rs. 9,98,288.00
Last Date : **17.12.2025 upto 02:00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

কলকাতার বইপাড়ার ইতিহাস

নির্মল বিশ্বাস

সেদিনের কলেজ স্ট্রিট আজকের মত আলো ঝলমল ছিল না। সেদিনের পর থেকে একটু একটু করে আজকের তিলোত্তমায় রূপান্তর ঘটেছে। এর মধ্যে বাঙালি জীবনের অনেক আশা-আকাঙ্খা উদ্দীপনার স্মৃতি লুকিয়ে আছে, তা আজ কিংবদন্তী। কলেজ স্ট্রিটের অতীত দিনের বই পাড়ার গল্প বলা মানে, উনিশ শতকের একেবারেই গোড়ায় চলে যাওয়া।

কোলকাতার ইতিহাসে দুটি দীঘি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। একটির নাম গোলদীঘি অন্যটি হল লালদীঘি। এই দুটি দীঘিকে ঘিরেই কলকাতার সব কিছুই গড়ে উঠেছে। যেমন গোলদীঘিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে বাংলার শিক্ষার হৃদয় রাজ্য কলেজ স্কোয়ার। আর লালদীঘিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যবসা কেন্দ্র ডালহৌসি স্কোয়ার। যদি কখনও স্মৃতি রোমন্থন করলে হৃদয় আবেগে আপ্লুত হয়। আবার কলেজ স্ট্রিট সম্পর্কে কিছু জানতে গেলে পুরনো দিনগুলির উজ্জ্বল মুহূর্তেকে স্মরণ করতে হলে আমাদের আনুমাণিক ২২৫ বছর পিছিয়ে যেতে হবে। তখন সময়টা ছিল ১৮২৫ সালে। গোলদীঘির উত্তর পাশে হিন্দু কলেজ আর সংস্কৃত কলেজ। এই দুটো কলেজ গড়ে ওঠার পরই দেশের মানুষের জ্ঞানের স্পৃহা বেড়ে যায়। তখন থেকেই এদেশে বই লেখা ও ছাপার চাহিদা বাড়তে থাক এবং সেই সাথে ছাপাখানার প্রসার ঘটে। আগে ছাপা বইয়ের প্রচলন ছিল না। হাতের লেখা বইয়ের প্রচলন ছিল। স্কুল বুক অফ সোসাইটি গঠনের পর দেশে প্রচুর কলেজ বেড়েছে। মানুষ তখন ছাপা বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করতে থাকে।

কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের বাজার গড়ে ওঠার আগে এই কলকাতাতে ইংরেজদের পরিচালিত দুটো ছাপাখানা ছিল। একটি ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস আর অন্যটি হল ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রেস। তার আগে ১৭৮১ সালে অনারেবল কোম্পানিজের একটি প্রেস ছিল। এছাড়া ছোট-খাট দু-একটা প্রেসও ছিল। তবে শ্রীরামপুরে খ্রিস্টান মিশনারিদের একটি প্রেস ছিল। তখন বাংলা টাইপের সৃষ্টির মূলেই এই শ্রীরামপুরেই। ভাষার উন্নতি ও ছাপার উন্নতিতে শ্রীরামপুরও এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে সেদিন। দেশের মানুষের কাছে ছাপা বই বিক্রির তেমন ব্যবস্থা ছিল না। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বই বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। বই বিক্রির কথা ভেবে স্কুল বুক অফ সোসাইটি হিন্দু কলেজের সামনে বই বিক্রির প্রথম দোকান খোলেন। এটাই ছিল কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে প্রথম বইয়ের দোকান। ১৭৮৫ সালে 'জন হে' বই বিক্রির দোকান খোলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেটা ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ভবনে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে বই বিক্রি কেন্দ্র। তবে সিটি বেশি দিন চলেনি, নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। উনিশ শতকের প্রথম পর্বে শিক্ষিত ইংরেজরা ভেবেছিলেন, কলেজ সংলগ্ন অঞ্চলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ুক। সে কারণে গোলদীঘির পাশেই সৃষ্টি হয় জ্ঞানবর্তিকার প্রথম আলো।

বইপাড়া গড়ে ওঠার পর থেকেই আজ ২২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তবে সেদিনের দেখা কোনও বইয়ের দোকান আজ সেখানে খুঁজে পাওয়া না গেলেও অবাক হবার কারণ নেই। কেন না, এতদিনে অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে। আজ সেখানে নতুন ও পুরনো মিলিয়ে কয়েক হাজার বইয়ে দোকান। এই প্রেসিডেন্সি কলেজের ঠিক অপর পাশে ছিল বাস-স্টপেজ। আর তার পাশেই ছিল কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া। সেখানেই প্রথম প্রদীপ জ্বালানো হয়। সে কথা ভেবে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াতে হল। অনেকেই জানেন না, একদা এই অঞ্চলটি পটলডাঙ্গা নামে পরিচিত ছিল। আমরা ছোটবেলায় ওই পটলডাঙ্গা নামটা শুনেছি। তবে সেদিনের পটলডাঙ্গা নামটা আজ হারিয়ে গেছে।

উনিশ শতকে একটি বই বিক্রয়-এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালের ৪ এপ্রিল তারিখে। বিজ্ঞাপনটি 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সে বিজ্ঞাপনটি ছিল এরকম — 'শ্রীরামপুরের মুদ্রা যন্ত্রালয়ে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কলকাতার মিসেস রো রাস্তায় চার্চ মিসেস প্রেসে বিক্রয়ার্থে রাখা হইয়াছে। ঐ স্থানে লালগির্জার নিকটবর্তী রাস্তার ধারে যাঁহারা গ্রহণেচ্ছা হয় সেইখানে গমন করিলে শ্রীযুত ডিরিজিরিয়ো সাহেবের (ডিরিওজিও নন) নিকট চাহিলে পাইতে পারিবেন।' গত উনিশ শতকে বই বিক্রির এ জাতীয় বিজ্ঞাপন ছিল। আবার বিদ্যাসাগর-এর বই বিক্রয় কেন্দ্র খোলার পরেও এ ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হত তৎকালীন পত্র পত্রিকার। তবে আজকে বইয়ের বিজ্ঞাপনে নতুনত্ব এসেছে।

কলকাতার আজকে অনেক রূপ বিন্যাস ঘটেছে। প্রথমে এই গোলদীঘির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। সেদিন কলকাতার ঠিক কেন্দ্রেই অবস্থিত এই গোলদীঘি, তার আলাদা সৌন্দর্য ও মনোরম পরিবেশের জন্য ইংরেজদের কাছে আকর্ষনীয় হয়েছিল হয়তো। তাই একদিন বেড়ে গেল গোলদীঘির খ্যাতি। অনেক পরে এর নাম হয়েছে কলেজ স্কোয়ার। ১৮১৭ সালে লটারি কমিটি লালদীঘির নতুন নামকরণের করেন। নতুন নামকরণ হল কলেজ স্কোয়ার এবং কলেজ স্ট্রিট। ফলে, এখানকার গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে গেল। আজ কলেজ স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার বা লালদীঘির যে চাঞ্চল্য, অতীতে মোটেই ছিল না। সেদিন ছিল শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম্য পরিবেশ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আগে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে অন্য কোনও বাঙালি বই প্রকাশনার ব্যবসায়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। তখন প্রেসের সঙ্গে কিছু বই বিক্রির ব্যবস্থাও ছিল। তখন বই বিক্রির উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল চীনে বাজার। এখানে কিছু বইয়ের দোকান ছিল। তবে সেখানে পাওয়া যেত বিদেশি বইয়ের সম্ভার। সেগুলিও দেশীয় লোকেদের দ্বারা পরিচালিত। শিক্ষার মাধ্যম এসব বইয়ের সাহায্য পাবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। শুধুমাত্র বিদেশি সাহিত্য জানার সহায়ক ছিল সেসব বই।

১৮৪০ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত একটানা ত্রিশ বছর ছিল বটতলার বই প্রকাশের ধারা। এই সমটাকে বলা হয় বটতলার যুগ। আর বটতলার যুগে কলেজ স্ট্রিট এলাকায় তখনও বইয়ের ব্যবসা শুরু হয়নি। সেদিনের পর থেকে আজ দুশো পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সে সময় কিছু বাঙালি বিকৃত রুচি বাবু-কালচারের এক করুণ সৃষ্টি। এই বিকৃত সৃষ্টির পরিণাম দেখে সকলে সেদিন ভীত হয়ে পড়েছিলেন। সে সময়ে বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করে গোলদীঘিতে কিছু ব্যবসায়ী বাংলা বইয়ের সুষ্ঠু ও সুন্দর প্রকাশনার জন্য কিছু কিছু প্রকাশক এগিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে কলকাতায় গ্রন্থতীর্থ গড়ে তোলার শুভ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সময়টা ছিল উনিশ শতকের প্রায় শেষ দশক। কিছু বাঙালি ব্যবসায়ী অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। আজ তাঁদের কথা স্মরণ করা প্রয়োজন রয়েছে আজ। সেদিন যদি তাঁরা এগিয়ে না আসতেন, তাহলে কলেজ স্ট্রিটের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। তাঁরা এসেছিলেন বলেই হয়ত আজ কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকানের নিওন আলো-র ঝলকানিতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

প্রকাশকরা কলেজ স্ট্রিটকে সাহিত্য জগতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগেই বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বইও প্রকাশিত হয়েছিল। সেসব বই বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। যেমন, ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয় টেঁকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরে দুলাল', ১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতুম প্যাঁচার নকশা', ১৮৫৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী', ১৮৬৬ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশ পদাবলী' এসব বই প্রকাশের পরেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রাণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

এরপর ১৮৭৪ 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। লেখক ছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি ছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ১৮৭৩ সালে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস লিখে প্রকাশক খুঁজছিলেন। সে সময় তাঁর এক প্রিয় বন্ধু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। যোগেশচন্দ্র সে সময়ে বিখ্যাত ক্যানিং লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বত্বাধিকারী। তিনি ব্যক্তি জীবনে শিক্ষাকতা করতেন। অবসর জীবনে সাহিত্য সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তিনিই তারকনাথের লেখা 'স্বর্ণলতা' পড়ে বলেন, এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পদ। ১৮৭৪ সালে তিনি 'স্বর্ণলতা' প্রকাশ করেন। সে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস বাংলার ঘরে ঘরে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। 'স্বর্ণলতা'-ই বোধহয় বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গসুন্দর প্রথম সামাজিক উপন্যাস।

'স্বর্ণলতা'র জনপ্রিয়তা এবং প্রচুর বিক্রিতে এক যুগান্তর এনে ছিল সেদিন। 'স্বর্ণলতা' প্রকাশের কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকাশনার কাজে আরও কিছু প্রকাশক এগিয়ে এলেন। ১৮৮৩ সালে এলেন এস কে লাহিড়ী, ১৮৮৫ সালে এলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ১৮৮৬ সালে এগিয়ে এলেন আরও কয়েকজন বি ব্যানার্জী, দাশগুপ্ত ও শেখ মনুদ্দিন। তারপর এলেন আর ক্যামব্রে। কলেজ স্ট্রিট সেদিন এঁদের মধ্যে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে পেলেন। এখনও পর্যন্ত যে নামগুলি উল্লেখ করলাম, এঁরা অনেকেই বাংলা সাহিত্যের বিশ্বজনীন গৌরব অর্জন করেছেন। এঁদের আসার আগে যাঁরা বাংলা বই প্রকাশনার জন্য এসেছিলেন তাঁরা শুধুমাত্র বেশ কিছু বই প্রকাশও করেন। সামান্য বন্ধুপ্রীতি বা অর্থের প্রাচুর্যের জন্য কিছু কিছু বই প্রকাশ করেছন। কিন্তু এঙ্গেলে, এস কে লাহিড়ী, বি ব্যানার্জী, দাশগুপ্ত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রকাশকরা আজও বই প্রকাশ করে চলেছেন।

কলেজ স্ট্রিটে আজ অগণিত প্রকাশকের আবির্ভাব ঘটেছে। যাঁরা সৎ সাহিত্য সেবার মনোভাব নিয়ে এসে কলেজ স্ট্রিটকে মুখরিত করেছেন, বাংলা সাহিত্যের প্রাণ স্পন্দনকে শক্তিশালী করেছেন। তাঁদের কথাও আমাদের জানা প্রয়োজন। এইসব প্রকাশকদের ঘিরেই বাংলা সাহিত্যের অনেক স্মৃতি লুকিয়ে আছে। অনেক লেখকের পুঞ্জীভূত গ্লানি এদের মধ্য দিয়েই হারিয়ে গেছে। ১৮৮৩ সালে কলেজ স্ট্রিটের ৫৪ নম্বর ঘরে যখন শরৎকুমার লাহিড়ী বইয়ের ব্যবসা শুরু করেন তখন একটা ভাঙা বাড়ি ছিল কলেজ স্ট্রিট -হ্যারিসন রোডের মুখে। সেই ভাঙা বাড়িতে তিনি একা। এস কে লাহিড়ী নাম দিয়ে বইয়ের দোকান করেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বছর কুড়ি হবে। বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় তিনি সে সময় অনুপস্থিত। বাংলা সাহিত্য তখনও পূর্ণতা অর্জন করেননি। তখন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদনের অক্লান্ত চেষ্টায় গদ্য সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছে। আর তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'স্বর্ণলতা'-র মাধ্যমে উপন্যাসের পথে পা বাড়িয়েছেন।

কলেজ স্ট্রিটে এস কে লাহিড়ীর পর এলেন গুরুদাশ চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স । বর্তমান মেডিকেল কলেজের সামনে এক গলির মধ্যে। সময়টা তখন ১৮৮৫ সালের শেষ দিকে। গুরুদাসবাবু ছিলেন এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি। ব্যবসায়িক মনোভাবের মধ্যেও বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তাঁর মমত্ববোধ ছিল তা সত্যিই বিরল। এর কিছুদিন পর অর্থাৎ, ১৮৮৬ সালের প্রথম দিকে গিরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত ৬৫ নম্বর এক ছোট খুপরি ঘরের মধ্যে দোকান শুরু করেন। সেদিনের পর আজ বিখ্যাত দাশগুপ্ত এন্ড কোং, বি ব্যানার্জী ও শেখ মৈনুদ্দিন দাশগুপ্ত এন্ড কোং -এর পাশেই ছিল আজকের ৬৫ নম্বর কলেজ স্ট্রিট এর সামনে তখন সামনে বস্তি আর খোলা মাঠ, চারধারে জঙ্গল ছিল। চোর ডাকাতের ভয় তো ছিলই। রাত একটু গভীর হলে শিয়াল ডাকত। এ রকম পরিবেশের মধ্যে এঁরা এসে বইয়ের দোকান খুলেছেন। এঁরা বুঝেছিলেন কলেজ স্ট্রিট হলো বইয়ের ব্যবসার একমাত্র উপযুক্ত স্থান।

বটতলা প্রকাশনার মতো একদিন না চরম দুর্দিন না ঘনিয়ে আসে। তাই বিশ শতকের গোড়ায় মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক প্রকাশক একত্রে সমিতি গড়ে তোলেন। সময়টা আনুমানিক ১৯০০ সাল। সমিতির নামকরণ হল, 'ক্যালকাটা বুক সেলারস এসোসিয়েশন' বা 'কলিকাতা পুস্তক বিক্রেতা সমিতি'। সমিতির প্রথম সভাপতি হলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক শরৎকুমার লাহিড়ী। প্রকাশক সমিতি গঠনের মধ্য দিয়ে তাঁরা শক্তি অর্জন করেন। এর আগে স্কুল কলেজের বই বিদেশি প্রকাশকেরা ছাপতেন। সমিতি গঠনের পর সমিতির কর্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবারে আন্দোলন করেন কিছু বই প্রকাশের অনুমতি আদায় করেন।

উনিশ শতকের শেষ পর্বে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো — কলেজ স্কোয়ার বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই খ্যাতির মূল কারণ হল ১৮৯১ সালে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। ৬ নম্বর কলেজ স্কোয়ার দ্বিতল বাড়িটি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার কার্যলয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে সমস্ত বাঙালি জাতির সমস্ত আশা আকাঙ্খা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তখন কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক। সেই সময় 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার গৌরব ও খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কারণ, ১৯০২ সালে মহাত্মা গান্ধি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন সেই সময় গান্ধিজির ছবি সহ জীবনী প্রকাশ করেন। অন্য কোনও পত্রিকায় এভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। এক সময় ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সঞ্জীবনী গর্জে উঠেছিল। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার পর দেশর মানুষ রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বোলপুরে যাবেন। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রেস থেকে বোলপুর যাবার ট্রেনের টিকিট ছেপে ছিলেন। টিকিটে লেখা ছিল — 'রবীন্দ্র সঙ্গমে' রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সেই টিকিটের অনুমোদন দিয়েছিলেন। রেলওয়ের ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা একটানা পঞ্চাশ বছর প্রকাশ করে অনেক ইতিহাস হয়ে রয়েছেন। যদি কখনও 'ইউনিভার্সসিটি ইনস্টিটিউট হল' পার হয়ে গোলদীঘির পূর্বদিকে দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে সেদিনের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার উজ্জ্বল দিনগুলির কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে। আজ ওই বাড়ির নীচে ও ভেতরে অনেক বইয়ের দোকান গজিয়ে উঠেছে। আজ এখন সব সময় জম-জমাট।

১৯০০ সালে প্রকাশক সমিতি গঠনের কয়েক বছর পর পুরোভাগে এগিয়ে এলেন এম সি সরকার এন্ড সন্স, কমলা বুক ডিপো, ইউ এন ধর, সেন-রায়, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জী, বীণা লাইব্রেরি, ভিক্টোরিয়া বুক ডিপো, আশুতোষ লাইব্রেরি, কো-অপারেটিভ বুক ডিপো। এঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় কলেজ স্ট্রিট প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার এলো। সেই জোয়ারের বেগ আজও রয়েছে। এখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি।

প্রকাশক সমিতি গঠনের পর থেকে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের চেহারা বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, দাশগুপ্ত এন্ড কোং পুরনো জায়গা ছেড়ে নতুন বাড়িতে উঠে এসেছেন। সেটা ছিল ১৯০৩ সাল। এই বাড়িতে একসঙ্গে দাশগুপ্ত, বি ব্যানার্জী ও শেখ মৈনুদ্দিন ১৯১০ সাল পর্যন্ত ছিলেন। তারপর বি ব্যানার্জী কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে চলে গেলেন। এবং শেখ মৈনুদ্দিন এরপর ঢাকায় চলে যান। আর দাশগুপ্ত এন্ড কোং তখন সম্পূর্ণ বাড়িতে ব্যবসা শুরু করেন। এই দাশগুপ্ত এন্ড কোং-এর বিশেষ খ্যাতি আছে। কারণ, বিদেশি বই এঁদের কাছে পাওয়া যায়। ছাত্র-ছাত্রীর জন্য নির্বাচিত প্রায় সমস্ত বিদেশি বই এঁদের কাছে পাওয়া যায়। ১৯১২ সাল পর্যন্ত দোকানে কর্মচারি ছিলেন মাত্র পাঁচ জন। আজ সেখানে শতাধিক কর্মচারী। এ দৃষ্টান্ত থেকে বই পাড়ার ক্রমোন্নতির পরিচয় মেলে।

তেমনি এস কে লাহিড়ী ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ৫৪ নং কলেজ স্ট্রিটে, তারপর ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ৫৬ নং কলেজ স্ট্রিটের বাড়িতে। প্রকাশনা ব্যবসায় উন্নতি হওয়ায় লাহিড়ীবাবু দাশগুপ্ত এন্ড কোং এবং এ্যালবার্ট হলের মাঝে ফাঁকা জমিটি কিনে নিয়ে সেখানে বাড়ি করলেন। ১৯২৬ সালের ৮ আগস্ট স্যার এডওয়ার্ড গ্রিফথ সাহেব এই বাড়িটি উদ্বোধন করেন। এস কে লাহিড়ী বাড়ির নাম রেখেছিলেন 'চমৎকার বাড়ি'। একটা সাদামাটা বাড়ির এমন নামকরণ কেন ? আজ অবশ্য বাড়িটি বিভক্ত হয়ে এস কে লাহিড়ীর এক অংশ চলে গেছেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। অন্য অংশ এখনও কলেজ স্ট্রিটের 'চমৎকার বাড়ি'-তেই রয়েছেন। অন্যদিকে 'গুরুদাশ চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স' মেডিকেল কলেজের সামনে থেকে নতুন বাড়ি তৈরি করে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে চলে এসেছেন। সেদিন বাড়িটা ছিল একতলা। পরে এই বাড়ি প্রাসাদ-সম বাড়িটি নির্মিত হয়েছে।

আরও একজন নতুন প্রকাশকের আবির্ভাব ঘটেছিল বিশ শতকের গোড়ায়। 'এম কে সরকার এন্ড সন্স' ১৯১০ সালে প্রথম কলেজ স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে (বর্তমান মহাত্মা গান্ধি রোড) বইয়ের ব্যবসা শুরু করেন। তারপর ১৯১৭ সালে চলে আসেন ওয়াই এম সি-এর বাড়িতে। এখানে কিছুদিন থাকার পর ১৯২৯ সালে এ্যালবার্ট হলের ইউ এন ধরের বাড়িতে চলে এলেন। সেখানে দশ বছর ছিলেন, তারপর ১৯৩৯ সালে বর্তমান শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের বাড়িতে চলে আছেন সেদিনের এই এম সি সরকার এন্ড সন্স শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের বাড়িতেই রয়েছেন। বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে উচ্চমানের স্থান দখল করে আছেন। ব্যবসায়ে সততার নিদর্শন রেখেছেন। বাংলা ভাষা ও লেখকের প্রতি মমতা, কলেজ স্কোয়ারের গৌরব আজ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এঁদের মতো আর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথা না বললে বই পাড়ার অনেক ইতিহাস অকথিত রয়ে যাবে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে একসঙ্গে এঁদের আগমনে কলেজ স্ট্রিটের স্বর্ণযুগের সূচনা ঘটেছিল। প্রথম প্রকাশক সমিতি ভেঙে যাওয়ার পর আবার নতুন করে উদ্যোগী হয়ে দ্বিতীয়বার অনুভব করেন যে সমিতি বা সংগঠন না থাকলে ব্যবসাকে কখনই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এবার সমিতির নামকরণ হলো — 'পাবলিশার্স এ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল' বা 'বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা সমিতি' প্রায় চল্লিশজন প্রকাশক এর সদস্য ছিলেন। এবার হরিদাস চট্টোপাধ্যায় হলেন সভাপতি আর সন্তোষকুমার লাহিড়ী হলেন সম্পাদক। এবার পুস্তক ব্যবসায়ী মহলে সুষ্ঠু ও সুন্দর গতি ফিরে এল। এরপর কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে প্রকাশকদের ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে।

এবার এই নতুন প্রকাশনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, 'দি বুক কোম্পানি'। সে সময় পুব দিকের রাস্তার নাম ছিল কলেজ স্কোয়ার। বর্তমান বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট। ১৯১৯ সালের জুন মাসে 'দি বুক কোম্পানি' ৪/৪ কলেজ স্কোয়ারে জন্ম হয়। দি বুক কোম্পানির মালিক গিরিন মিত্র। তিনি ছিলেন বড়লোকের সন্তান। বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা নিদর্শন এই 'দি বুক কোম্পানি'। এরপর হঠাৎ গিরিনবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষের দিকে প্রায় দশ বছর ব্যবসা ভালো চলছিল না তাঁর। বাধ্য হয়ে কয়েকজন কর্মচারি দায়িত্ব নিয়ে ব্যবসা চালাবার চেষ্টা করেন। তখনও তিনি কোম্পানি বন্ধ করেননি। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেই তিনি 'দি বুক কোম্পানি বিক্রি করে দিলেন। ওই কোম্পানির নাম মুছে দিয়ে নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'মণীষা'। 'মণীষা'-র ব্যবসা ভালো নাম করেছে। এখন ভালোই চলছে।

বুক কোম্পানি যখন কলেজ স্কোয়ারে — তখন ওই রাস্তায় থিওসিক্যাল সোসাইটি আর মহাবোধি সোসাইটির সুদৃশ্য বাড়ির জায়গাতেই ছিল 'টিনের বাড়ি'। গোলদীঘির পশ্চিম দিকে ট্রাম রাস্তা ওপর থেকে দি বুক কোম্পানির বিশাল সাইনবোর্ড দেখা যেত। এখানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের উল্লেখযোগ্য প্রকাশকদের বই ছিল। যেমন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, স্পেন, হল্যান্ড, ইতালি, জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি দেশের প্রায় সাতশো প্রকাশকদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। তৎকালীন সময়ে 'দি বুক কোম্পানি'-তে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা এখানে পদার্পণ করেছেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার সুরেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সি ভি রমন, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যাক্তিদের পদধূলি এই বুক কোম্পানিতে পড়েছে। এমন কি উনিশ শতকে কল্লোল গোষ্ঠীর কবি লেখকদেরও আড্ডার স্থান ছিল এই বুক কোম্পানিতে। সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে আবিস্কার করেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তরুণ থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত একসূত্রে বাঁধা ছিলেন। 'দি বুক কোম্পানি' আরও একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'আনন্দবাজার' পত্রিকার প্রফুল্ল সরকার এবং সুরেশ মজুমদার এই বুক কোম্পানির মালিক গিরিনবাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

বাংলার নামকরা সাপ্তাহিক 'দেশ' জন্মক্ষণের কথা মনে করলেই গিরিনবাবুর কথা মনে পড়ার কথা। প্রফুল্লবাবু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কথা বলতেই গিরিনবাবু রাজশেখর বসুকে দিয়ে নামকরণের প্রস্তাব করেন। সেই সময় রাজশেখরবাবু বর্তমান এ্যালবার্ট বিল্ডিংয়ের বেঙ্গল কেমিক্যালের অফিসে বসতেন। গিরিনবাবুর প্রস্তাব অনুযায়ী নামকরণের কথা বলতেই রাজশেখর বসু নামকরণ করে দিলেন 'দেশ'। সময়টা ছিল ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি কোনও এক দিন। তারপর ওই বছরেই ২৪ নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশ পায়। কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে আজ আর 'দি বুক কোম্পানি' খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু গিরিনবাবুর মূল্যবান ভূমিকার কথা কোনও দিনই হারিয়ে যাবার নয়।

'এ্যালবার্ট হল' বাঙালির জীবনে এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ১৮৭৫ সালে সপ্তম এডওয়ার্ড এলেন। তাঁর সম্মানার্থে দুটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। একটি হল মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 'এ্যালবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স' আর অন্যটি হল কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত এ্যালবার্ট হল'। মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স এ্যালবার্টের নামে এই দুটি (বাড়ির) প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হল। প্রথমে দুটি ছোট বাড়িকে নিয়ে 'এ্যালবার্ট হল'। এর দক্ষিণ দিকের বাড়িতে থাকতেন রামকমল সেন। অন্য দিকের দোতলায় থাকতেন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডি এল রিচার্ডসন। একতলায় হিন্দু কলেজের ক্লাস হত। পরে কেশবচন্দ্র সেন ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় ১৮৭৮ সালে পুরনো বাড়ি সংস্কার করেন এবং ওই বছরেই নতুন বাড়ি দ্বার উন্মোচন করে গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল। এখানে প্রথমে এ্যালবার্ট স্কুল স্থগিত হয়। ১৮৮২ সালে ওই স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথমদিকে কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ির লোকজন এই ট্রাস্টিতে ছিলেন। কেশবচন্দ্রে সেনের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন প্রধান পরিচালক হন। ধনবল্লভ শেঠ হলেন প্রিন্সিপ্যাল। অন্যদিকে বাড়িতে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ। প্রিন্সপ্যাল হন গ্রিফিথ সাহেব। আর দোতলায় ছিল 'এ্যালবার্ট হল'।

সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, শিবনাথ প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা 'জাতীয় ভারত সভা' এই এ্যালবার্ট হলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৭৬ সালে। ১৮৮৩ সালে প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ্যালবার্ট হলের প্রশস্ত কক্ষেই। সে সময় 'এ্যালবার্ট হল' কলেজ স্কোয়ারের খ্যাতি উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছে। ১৯১৩ সালে এক মামলার ফলে এ্যালবার্ট বিল্ডিং পাবলিক পোপার্টিতে রূপান্তরিত হলে এবং ট্রাস্টির ওপর পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়। কিছু দিনের মধ্যেই দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়ে ট্রাস্টি। সে সময় প্রমথনাথ মল্লিক পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পুরো 'এ্যালবার্ট হল' (বাড়িটা) কিনে নেন। বাড়ি কিনে ওপরের হল ঘরটা মিটিং করার জন্য ভাড়া দেন, অন্য অংশটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেন। নিচের অংশে প্রকাশকেরা চলে এসেছেন।

আজকের কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের বিখ্যাত 'কফি হাউস' কথা শোনেননি এমন মানুষ নেই এই বাংলায়। 'কফি হাউস' যে ঘরে সেটাই তো হলো 'এ্যালবার্ট হল'। এই ঘরেই ভারতের সব ধরনের মনীষীদের আগমন ঘটেছিল একদিন। তাঁদের কন্ঠের বক্তৃতা এই হল ঘরের দেওয়ালে প্রকম্পিত হয়েছে। আর এই কলেজ স্কোয়ারে 'এ্যালবার্ট হল' সর্ব ভারতীয়দের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আজও গোখেল, এ্যানি বেসান্ট ও সরোজিনী নাইডু প্রমুখদের দেশাত্মবোধক জ্বালাময়ী ভাষণে একদিন 'এ্যালবার্ট হল'-এর দেওয়ালে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রায় একটানা কুড়ি বছর 'এ্যালবার্ট হল' দেশের প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় পালন করেছে। বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই এ্যালবার্ট হল'। এক সময়ের বিখ্যাত 'এ্যালবার্ট হল' সৃষ্টি হল আজকের 'কফি হাউস'। এলবার্ট বিল্ডিং -এর 'কফি হাউস'-এ কল্লোল পরবর্তী যুগের যে সব লেখকরা আজ প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা প্রায় সবাই সেদিনের 'কফি হাউস'-এর বিপ্লবের সেনানী। তাঁদের সেই ধারা অনুসরণ করে আজও 'কফি হাউস' বাংলার বুদ্ধিজীবী, কবি ও লেখকদের জমায়েতের জায়গা।

আজ একবার কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথকে পেছনে রেখে এ্যালবার্ট হলের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন সমস্ত নীচের অংশটা জুড়ে রয়েছেন বাংলা সাহিত্যের নামি দামি প্রকাশকরা। যেমন, সেন ব্রাদার্স, কমলা বুক ডিপো, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এন্ড কোং, সেন রায় এন্ড কোং, ইউ এন ধর, বুক স্টোর, স্টুডেন্টস

বুক সাপ্লাই, শ্রীনাথ লাইব্রেরি, বি সরকার এন্ড সন্স, প্রকাশ ভবন, অরবিন্দ পাঠ মন্দির প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে সেন ব্রাদার্স, কমলা বুক ডিপো, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এন্ড কোং, ইউ এন ধর, এরা প্রথম যুগের প্রতিভূ। তাই এঁদের জরাজীর্ণ অবস্থা। প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের আলোর ঝলকানি সামনে কয়েকজন প্রকাশক হারিয়ে যাওয়ার মুখে।

এ্যালবার্ট বিল্ডিংয়ে দোতলায় রয়েছে একদিকে 'কফি হাউস' আর অন্য দিকে রয়েছে 'রূপা এন্ড কোং'। তবে এঁরা পুরনো দিনের প্রকাশক নয়। তবে এঁরা শুধুমাত্র নিষ্ঠা ও ব্যবসায়িক বুদ্ধির জোরে সারা ভারতে ব্যবসায় এরা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন। রূপা এন্ড কোং প্রথমে বিদেশি বইয়ের এজেন্সি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের নানান ধরনের বইয়ের ব্যবসা করছেন। রূপা এন্ড কোং মালিক একমাত্র অবাঙালি প্রকাশক। যিনি এদেশে প্রকাশনার ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছেন। বর্তমানে এলবার্ট বিল্ডিংয়ে দোতলায় ও তিন তলায় নিয়ে রূপা এন্ড কোং ব্যবসায়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। এবং রূপা এন্ড কোং ছাড়াও আরও কিছু অবাঙালি প্রকাশনা ব্যবসায়ে এগিয়ে এসেছেন। এরমধ্যে তাঁরা লক্ষ্ণৌ থেকে 'বেটার বুক শপ' নিয়ে চলে এসেছেন কলেজ স্ট্রিটে। এঁদের সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও অতি রুচিসম্মত দোকান। অনেক অবাঙালি ব্যবসায়ী বইয়ের ব্যবসায় এগিয়ে এসেছে। তাঁরা রয়েছেন প্রায় সারা কলকাতা জুড়ে। বাংলা বইয়ের ব্যবসা এতদিন বাঙালির নিজস্ব ব্যবসা ছিল। এবার বুঝি পালাবদলের সময় এসেছে।

বিশ শতকের গোড়ায় দিকের ঘটনা। এ্যালবার্ট বিল্ডিং যখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল সেই সময়ে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে ছাত্রদের উন্নত চিন্তার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল। সেটা হল 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট'। আগে 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট' পুরনো হিন্দু স্কুল বাড়িতে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরের ছিল — 'Society for higher trsining of youngmen', বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ ও অন্যান্য স্বাধীন চিন্তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একটি সতন্ত্র ভবন তৈরির উদ্যোগী হলেন। তখন সরকার ভবন নির্মাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে জমি ও তিন লক্ষ টাকা দেন। একদিন যেখানে ছোট ছোট কুঁড়েঘর ও বিরাট বস্তি ছিল সেখানেই একদিন জন্ম নিয়েছে উন্নতমানের 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল'। প্রথমে ছাত্র-ছাত্রীদের গড়া হয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই এই হল জনসাধারণের প্রয়োজনে বিস্তৃত লাভ করে। আজ এই হল কলকাতার সর্বস্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত। কলকাতার এ্যালবার্ট হল বিলুপ্তির পর থেকেই কলেজ স্কোয়ার বাঙালির মিলন স্থল। আজ 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল' ও 'মহাবোধি সোসাইটি হল' হয়েছে সাংস্কৃতি কেন্দ্র। 'মহাবোধি সোসাইটি হল' আকারে ছোট, স্থান সংকুলান কম, তবুও এই হলের মূল্য কম নয়। ১৯৬২ সালে চীন যখন নগ্নভাবে ভারতকে আক্রমণ করেছিল তখন এই কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধি সোসাইটি হলে এক সন্ধ্যায় সারা দেশের বুদ্ধিজীবী ও কবি লেখকরা সর্বপ্রথম চীনের এই আক্রমণকে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করেছেন। সেদিন তাঁরা শপথ নিলেন — চীনের এই নিলজ্জ আক্রমণের বিরুদ্ধে কলম ধরার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল — 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ।' বইপাড়ার ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ রূপ এঁদের সকলকে নিয়ে।

কিছু ফুটপাতের বইয়ের দোকানদাররা তাঁদের সব বইয়ের খবর বলতে পারেন। অবশ্য এঁদের বইয়ের সংগ্রহ অনেক কম। বিশ শতকের প্রথম পর্বে অনেক মুসলমান দোকানদারেরা সুষ্ঠুভাবে পুরনো বই বিক্রির কথা ভাবেন। এবং কলেজ স্ট্রিটের এ্যালবার্ট বিল্ডিংয়ের বই রাখার কথা চিন্তা করেন। সেই সুযোগও আসে যখন এ্যালবার্ট বিল্ডিংয়ের পরিচালন ব্যবস্থার অচলাবস্থা হলে সে সময় এঁরা কয়েকজন এ্যালবার্ট বিল্ডিংয়ের ভিতর দিকে বাক্সগুলি রাখবার অনুমতি পেয়েছিলেন। আজও সে ব্যবস্থা চলে আসছে। এবার এরা ফুটপাতের রেলিংয়ে বই সাজিয়ে রাখার কথা চিন্তা করেন।

কারণ ইতিমধ্যে এস কে লাহিড়ী এ্যালবার্ট বিল্ডিংয়ের পাশে সেই ফাঁকা জমিটা কিনে নিয়েছিলেন। এবং নিজের প্রকাশনার জন্য বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা করছিলেন। ফাঁকা জমিটা হাতছাড়া হওয়ায় ১৯২৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ফুটপাথের রেলিংয়ের বই সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন।

কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাথে বইয়ের একটা নিজস্ব জগৎ আছে। এই ফুটপাথের মোহিনী আকর্ষণ নতুন বাংলা বই প্রকাশের পর কয়েক মাসের মধ্যে কীভাবে চলে আসে এই বইয়ের অরণ্যে। বাংলার বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত সম্প্রদায়, লেখক, ছাত্র সকলেই আসেন ফুটপাথের এই অরণ্যে। একবার না এসে থাকতেই পারেন না। লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা খ্যাত, অখ্যাত সবাই এখানে আসেন এবং এই ফুটপাথের রেলিংয়ের বইয়ের সারিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কয়ক ঘন্টা সময় অতিবাহিত করে নিজের লেখার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করেন। আজ থেকে দুশো পঁচিশ বছর আগে এই কলেজ স্কোয়ারের সৃষ্টি। সেদিনের এর জন্ম মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত কলেজ স্কোয়ার শিক্ষার আন্দোলনের মাধ্যমে একসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। কলেজ স্কোয়ারকে সম্পূর্ণরূপে জানতে হলে আর একটি উল্লেখযোগ্য দিকের কথা জানতে হবে। সেই বর্ণাঢ্য অংশটুকু হল কলেজ স্ট্রিট ফুটপাথের ইতিহাস। যার খ্যাতি ভারতবর্ষ পেরিয়ে বিদেশে পৌঁছে গিয়েছে।

তথ্যসূত্র —

১) কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত — বিনয় ঘোষ।
২) কলকাতা ঃ এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস — অতুল সুর।
৩) কলকাতার চালচিত্র — ড. অতুল সুর।
৪) ৩০০ বছরের কলকাতার পটভূমি ও ইতিহাস — ড. অতুল সুর।
৫) কলকাতা বিচিত্রা — রাধারমণ রামণ রায়।
৬) ছাপা হরফের হাট -— শ্যামল চক্রবর্তী।
৭) জঙ্গল থেকে জনারণ্য — মলয়রঞ্জন আইচ সরকার।